উৎফুল্ল গোধূলি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কালপ্রতিমা
কলকাতা - ৪৮

UTFULLA GODHULI

A book of poems in Bengali

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

বড়দিন, ২০০৮

গ্রন্থসত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশনা

বাসুদেব দেব

কালপ্রতিমা

আশাবরী

এফ ৩ বি ৬৬ এস.কে.দেব রোড,

কলকাতা - ৭০০০৪৮

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

হাজরা গলি, বাঁকুড়া

মূল্য

আশি টাকা

শ্রীযুক্ত বাসুদেব দেব
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালোবাসায় অভিমানে
- কবিতার কাছাকাছি একা
- বৃষ্টির মেঘ
- আরশি টাওয়ার
- কোজাগর
- মা
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

উৎফুল্ল গোধূলি

উৎফুল্ল গোধূলি অষ্টম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর দু হাজার আট। প্রকাশক ঃ কালপ্রতিমা, কলকাতা। প্রচ্ছদ ঃ নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ঃ একশ একচল্লিশ।

কবিতাগুলি প্রেমের। সাধারণত প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রেমের কবিতার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেগুলি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। অথচ অষ্টম কাব্যগ্রন্থটি আগাগোড়া প্রেমের কবিতার। এ প্রেম নারী প্রেম। কিশোরী নায়িকা। ইন্দ্রিয়চেতনায় সংরক্ত কবিতাগুলিতে অনেক স্মৃতি, অনেক তারিখ, অনেক অনুষঙ্গের অপসৃয়মান আলো-ছায়ার মিথুন চিত্র। অনেক ক্ষয়ক্ষতির শুশ্রূষায় যেন নিরাময়ের নির্মলতা। শরীরী অনুভবের স্মৃতি বিস্মৃতির সৌন্দর্যপিপাসায় কবিতাগুলি রক্তিম কিন্তু অস্থির নয়, অসম্পূর্ণতায় অপসৃত নয়। জীবনযৌবনের রূপকথার মধ্যে এক অতৃপ্তির ইশারা হনন করে চলেছে যেন। ক্ষণকালীন ক্ষতচিহ্নের মতো আর্তি থেকে প্রতিনায়িকা আত্মার প্রতি টান দেখা যায়।

☐ মন্ত্র তোমার চোখের ভাষায় সনির্বন্ধ
আমার মুক্তি তোমার মুক্তি আমার মুক্তি
ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ।

☐ তুমি কোনো নারী নও। মানে আছে? অন্য কোনো মানে আছে তার?

☐ তোমাকেও ঈশ্বরী ভাবলাম।

মানুষী প্রেমিকা আর থাকে না। পাওয়ার না পাওয়ার আশ্চর্য সমীকরণে মিলিয়ে গিয়েছে কায়া ছায়া। সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যে সুদূরতা আছে, গাঢ় বিষণ্ণতা আছে—অনাসক্তির কঠিন প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে কবিতাগুলিতে। মানবিক সংস্কার ও সহবৎ যে কত অর্থহীন তা ফুটে উঠেছে সর্বত্র। শ্লোক থেকে শ্লোকোত্তরা হয়ে গিয়েছে নায়িকা। মূর্ত থেকে বিমূর্ত হয়েছে ভালবাসা। অন্তরঙ্গ অনুভবে ধ্যানতন্ময় হয়েছে প্রেম। সেই এক অধ্যাত্ম অনুভবের মধ্যে আগমন নিষ্ক্রমণে স্বপ্নের মতো মনে হয় নায়িকাকে। অবচেতন প্রত্যয়ে সে রহস্যময়ী হয়ে ওঠে।

☐ আমি ভেসে যাই ভেসে যাক চরাচর
প্রলয়পয়োধি নামুক ঃ বটের পাতা
পাতায় কিশোর! নির্ভয় নির্ভর
কিশোরী ঃ জানি না কে যে আজ কার ত্রাতা!

সূচীপত্র

পদ্মকিশোরী ৭ ❑ একদিন ৮ ❑ বহুদিন পরে, স্মৃতিবীজ ৯
ধর্মাধিক, ভালবাসি ব'লে ১০ ❑ শুশ্রূষা, স্বর্গাধিক ১১ ❑ নায়িকা, মঠ ১২
আজ খুব ভোরে উঠে, একা হলে ১৩ ❑ অন্য কোনো মানে, কোথাও রইল ১৪
এবার আমরা, ভার ১৫ ❑ এই একটু আগে যেন, তথাগত ফুল ১৬
আমাকে ভিখিরী ক'রে, এই ঘর ১৭ ❑ পাতা ঝরে, এখন নিদাঘ ১৮
যদি কেউ, সবাই ঘুমোল ১৯ ❑ বেনেবউ, মায়াজাল ২০
যদি, এবার ২১ ❑ সুনীলদা, নীরার সঙ্গে ২২
মাটির প্রতিমা, চিরকাল ২৩ ❑ মায়া, পাতারা, করতল ২৪
পুরাণ কথা, প্রণাম ২৫ ❑ বিন্দু বিন্দু, তুমি ২৬ ❑ কোদাইকানাল ২৭
একদিন, যেন কোনোদিন ২৮ ❑ তোমাকে, ইচ্ছে ২৯ ❑ আনন্দধারা ৩০
স্পষ্ট, যে তোমাকে একদিন ৩১ ❑ তোমার কবিতা, কথা ৩২
চোখ, এসো পবিত্রতা ৩৩ ❑ সনির্বন্ধ, বিশ্রাম ৩৪ ❑ গন্ধরাজ, অন্ধকারে ৩৫
রূপকথা, দেবদারু ৩৬ ❑ কাল, একজন ৩৭
অন্ধকারে, আজ, আনাচ কানাচ ৩৮ ❑ জলরেখা, গোপন ৩৯
বইখাতায়, ভীরুমেয়ে, অন্তর্গত ৪০ ❑ গ্রামীণ, দিনরাত ৪১
দুর্বলতা, ইচ্ছামৃত্যু ৪২ ❑ লিখিনা, ভয় ৪৩ ❑ একা, যমুনা ৪৪
এখনো, যাওয়া ৪৫ ❑ ছন্দে, কাঁসাই ৪৬ ❑ অনুক্ত সংলাপ, হাওয়া ৪৭
অনুশাসন, একটি মুহূর্ত ৪৮ ❑ পাতালগঙ্গা, হৃদয় ৪৯
ভূর্ভুবঃ স্বঃ , উৎফুল্ল গোধূলি ৫০ ❑ চিরদিন, নতুনচটিতে বৃষ্টি ৫১
অসময়, গুঞ্জমালা ৫২ ❑ অভিজ্ঞতা, যৎসামান্য ৫৩
জন্মমৃত্যুময় পথে, আমাকে আমার কাছে ৫৪ ❑ মুখ, গুহামুখ ৫৫
বাঁশপাতাচোখ, এখন ৫৬ ❑ তোমাকে দেখা, তালা ৫৭
মরুপথিক, সব পথ রুদ্ধ ক'রে ৫৮ ❑ দিব্যাচার, পথে ৫৯
সহজ, দুর্ঘটনা ৬০ ❑ নাম, আঘাতে আঘাতে ৬১ ❑ গল্প, মন্ত্র ৬২
জলে, একটি মেয়েকে ঘিরে ৬৩ ❑ চ'লেই যাই, আজ ৬৪ ❑ রেবা, ঘাস ৬৫
সহজিয়া, তোমাকেও ৬৬ ❑ পড়ো, তিলপর্ণী ৬৭ ❑ আর, হ্লাদিনী ৬৮
ছায়ার সঙ্গে ৬৯ ❑ হাতে ধ'রে, তার নাম ৭০ ❑ চৌকাঠ ৭১
অনন্যধর্মা ৭২ ❑ নিথর, উৎসর্গ ৭৩ ❑ কথাগুলি, কবে ৭৪
যদি আজ, শুধু এই ৭৫ ❑ সমিধপ্রার্থীকে, সাহস ৭৬ ❑ জল, প্রচ্ছদপ্রহর ৭৭
যজ্ঞাগ্নি, একটি সকাল ৭৮ ❑ সে এসেছিল, স্বীকৃতি ৭৯

আমার অতি অল্প আনন্দ
যৎসামান্য বিশ্বাস
কণামাত্র নির্ভরতা
আমার একান্ত সম্বল
ব্যর্থতার মূল্যে কেনা একবিন্দু পূর্ণতা।

যে তোমাকে জানল না আমি তার জন্যে
তোমার মায়াবী নীলে আচ্ছন্ন করে রাখব
নিরঞ্জন আকাশ।

চিরদিন

এখনো পাতা ঝরে, আকাশ ছেয়ে যায়
এখনো মেঘে মেঘে, তাতল সৈকতে
এখনো জ্বলে দিন কোন এক জীবনের
রক্তে ভেজা সেই সুদূর কুয়াশায়
কেন যে দেখা হল কেন যে দাঁড়ালাম।

স্মৃতিতে শুধু বিষ সোনার মৌমাছি
স্মৃতিতে শুধু জল ভাসায় চরাচর
স্মৃতিতে কোনোদিন একটি গল্পের
গলে না রেখাগুলি কখনও শেষ নেই।

আমি কি ভুলে যাব, রাতের নদীজল?
আমি কি ভুলে যাব, ঝড়ের পাখি?
আমি কি ভুলে যেতে এখনো বারোমাস
জাগর দীপ জ্বেলে পাঁজরতলে, তার
শুনেছি মৌহারী শুনেছি বাঁশী?

অস্পৃশ্য

ওদের চোখে জ্বলুক আমার রূপোলি এই চিতা
গঙ্গাতীরের চণ্ডালে কি ধর্ম বোঝে, ছাই
উড়ুক সারা দুপুর ভরুক ওদের গা হাত মাথা
গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমোয়, আমি যাই
তোমার কাছে তোমার খুবই স্পর্শাতীত কাছে।

য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

আমি আরো গাঢ় অন্ধকারের পথে
যেতে যেতে ফেলে এসেছি শস্য নারী
হাঁটুতে চিবুক বলিরেখা নীল ক্ষতে
পিতৃযানের আলোগুলি সারি সারি

আমি ভালোবেসে গভীর অন্ধকারে
ভূর্ভূবস্বঃ করেছি উচ্চারণ
তন্বী শ্যামা ও শিখরী দশনা দ্বারে
বাতায়নে নিকষিত হেম যৌবন
ভুলেছি শয্যা দেহ তার যথাযথ
অন্ধকাতর প্ররোচনা অনুনয়
মুছেছি আগুনে ও রক্তক্ষত ব্রত
ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুময়

আমি গাঢ়তর আঁধার নিয়েছি বেছে
আমি আঁধারের আনন্দে বাস করি
আঁধার গঙ্গা-যমুনা এ পথে গেছে
সেই বিশ্বাসপ্রবণতা নিয়ে মরি

আমি বিদ্যার মায়াবী ধীশক্তির
আনন্দে দেখি পরিভুঃ অব্যাহত
আরো গাঢ়তর বেদনায় সৃষ্টির
কবিকে আমার কবিকে আমারই মতো

বৃষ্টি

মাঝে মাঝে মনে পড়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে আর
ভুলের শিকড়গুচ্ছ নিভৃতে সে রস শুষে নামে
নীচে নীল অন্ধকারে ক্রমাগত নূপুরের মতো
মাঝে মাঝে বেজে ওঠে মাঝে মাঝে শুধু দুটি চোখ।

সৈকত

ক্রমশ পিছিয়ে যায় প্রিয় পংক্তি পাবার সময়
পড়ে থাকে শাদা পাতা পড়ে থাকে খোলা নিব আলো

ধূ ধূ পথে যায় দিন যায় রাত পাতা ঝরে
ঝরে দুঃখ সুখ ব্যথা ভয় ভুল অভিমানে জীবনের দেনা

সব প্রতিশ্রুতিলগ্নে থাকে ব্যর্থ নক্ষত্রের রোষ
সমস্ত স্বপ্নের জলে কে যেন মিশিয়ে দেয় সংগোপনে বিষ

কতবার মৃত্যু আসে অপমৃত্যু আসে ফিরে ফিরে
জন্মের নূপুর হয়ে পায়ে পায়ে তাতল সৈকতে চিরকাল

প্রিয় পংক্তি বহুদূর মধ্যসমুদ্রের বক্ষে আবেগে অস্থির
পড়ে থাকে শাদা সিক্ত সজল সফেন দিনরাত্রির সৈকত

আঘাত

পাঁজর গুঁড়িয়ে তুমি চলে গিয়েছিলে বলে এই
অবুঝ অশ্রুর জলে ফুটেছে সোনার পদ্মখানি।
অকূল অসহ্য নীলে কিছু নেই অন্য কিছু নেই
একমাত্র তুমি ছাড়া, জেনেছে বুকের রাজধানী।

উন্মাদ উপুড়, পিঠে অপমান রক্ত করতালি
আমার পৃথিবী ভেঙে টুকরো করে দিয়েছ বলেই
এত শস্য এত বীজ শোণিতাক্ত এত ধুলো বালি
তোমার আঘাত এসে ফিরিয়ে দিয়েছে তোমাকেই।

মনে পড়ে, খুলে নিচ্ছ মেরুদণ্ড শিরা উপশিরা
আগ্নেয় নিশীথ নীল রক্তস্রোতে দূরে ভেসে যায়
সভয়ে তাকায় অত্রি অরুন্ধতি পুলস্ত্য অঙ্গিরা
কেউ তো জানে না কে সে দিব্য দেহে আমাকে ভাসায়

আর এক জন্মের জলে। এই জন্ম জাগর প্রদীপ
চেয়ে আছে উন্মুখর ব্যথিত অমৃতময় রাতে
সাজিয়ে পন্নগ চাঁপা অনাহত কেতকী ও নীপ
তুমি এসে তুলে নেবে আমাকে সপুষ্প দুটি হাতে।

তুমি ছাড়া

কাউকে কেউ পারে না দিতে কিছু
এমনকী কেউ আমাকে কক্ষনো
দুঃখ দিতেও পেরেছে হেন কথা
মনে পড়ে না, কেবল তুমি ছাড়া।

সমস্ত দিন পথে দু'হাত তুলে
হেঁটেছি ঝুঁকে নীরবে মাথা নিচু
সমস্ত রাত দু'হাতে নেড়ে কড়া
দেখিনি কেউ দরোজা খুলেছিল।

কেউ আমাকে আনন্দ এক তিলও
পারেনি দিতে বেদনা এক কণা
আঘাতে কেউ বাজাতে পারেনি তো
অপমানেও ভাঙতে তুমি ছাড়া

কাউকে কেউ পারে না দিতে কিছু।
সারাজীবন তাইতো মাথা নিচু
কেবলমাত্র তোমার কাছে, তুমি
কেবল তুমিই শেখাও ভালোবাসা
আমাকে ভেঙে টুকরো করে ছিঁড়ে।

এলেনা বলে

এলেনা বলে ঝরেছে পাতা উড়েছে এক ধুলো
বাগানে এত আগাছা ঘিরে ফেলেছে কাঁটালতা
জীর্ণ হয়ে গিয়েছে দিন ক্ষয়েছে রাতগুলো
গোধূলি ঢাকে স্মৃতিকে ছায় আনত নীরবতা।

এলেনা বলে এখনো হাড়ে পাঁজরে লেখা নাম
যমুনাতীরে এখনো প'ড়ে করোটি কঙ্কাল
সাধনাতীত সাধ্যাতীত তোমাকে জানলাম
যেভাবে জানে আকাশ তার মাটিকে চিরকাল।

এলেনা বলে অনপনেয় এ ব্যথা এতদিন
অবেলা হল একাকী বড়ো রাখিনি কিছু কাছে

ধর্মাধিক

ধর্মকে জড়িয়ে গেছি নিকটে। ধর্ম তো
ধারণ করেনি। লজ্জা। মার্জনা করেছো।
সে তোমার নিজগুণ, মার্জনা করেছো।
সে তোমার দুর্বলতা, মার্জনা করেছো।
সে তোমার ভালবাসা অপাপবিদ্ধতা।
ধর্মকে ফিরিয়ে দিলে ধুলো থেকে তুলে
দুটি শাদা হাতে মুছে সযত্নে সুন্দর
প্রেমহীন স্নেহহীন ভালবাসাহীন।
একা ঘরে ধ্যান করি ধারণাও করি
সন্ধ্যা ও গায়ত্রী ধূপ ঠাকুরের পট
চন্দনের পিঁড়ি কোষা কমণ্ডলু পুঁথি
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে অমরুশতক
তবুও অনেক রাতে নতুনচটিতে
সেই ছোটো ঘরে আসে অক্ষয় দুপুর
সোনার নূপুর পরে ধর্মাধিক হেসে।

ভালবাসি ব'লে

আমার হবে না। জানি। তবু কেউ কেউ
সকাতর অনুনয়ে নিয়ে গিয়েছেও
লিখিয়ে — পড়েনি — একটু পরে
ফেলে দিয়ে চ'লে গেছে ধুলোর উপরে
শুনেছি দু-এক টুকরো কখনো কখনো
দু-এক জনের কাছে। তবু তুমি শোনো
আবার আবার কেন লিখে রাখলাম
একটি গোপন ভীরু সকাতর নাম
খেয়ালে, খেয়ালে? খেলাচ্ছলে?
বলি? ভালবাসি খুব ভালবাসি ব'লে।

শুশ্রূষা

আমি বাইরে বেরোলেই ডেকে বলে পথ
সে গেছে। সে চ'লে গেছে। আজ এসেছিল।
সিসুর চঞ্চল ছায়া বলে ঃ এই খানে
যেতে যেতে দাঁড়িয়ে সে কী যেন খুঁজেছে।
বলে দুপাশের মাঠ লেভেলক্রসিং রেলব্রীজ
ধূসর কালভার্ট নিঃস্ব নির্জন বাইপাস
সমস্ত নতুনচটি কাঠজুড়িডাঙার ধুলোবালি
ঃ দেখেছি ব্যথিত চোখ বিভাসিত চোখের আকাশ
মেঘে মেঘে গুরু গুরু ঃ সে তো চ'লে গেছে।

কে সে? আসে চ'লে যায়। আমার তাতে কি।
গোধূলির ঘরে ফিরি — দরজা জানালা বন্ধ করি
দুচোখও — তখনই দেখি ভ্রূমধ্যে কৌতুকে
হেসে হেসে ব'সে আছে ঝুঁকে ঠিক সেদিনের মতো
সজল শুশ্রূষা নিয়ে শাদা দুটি হাতে তুলে হাত।

স্বর্গাধিক

তুমি শ্লোকোত্তরা, তবু তোমাকে দেবার কিছু আর
কী আছে আমার, তাই এই ক'টি শব্দের দুপুর
ছড়ানো ছিটোনো জল ছায়াচ্ছন্ন বিকেলের শ্লেষ
মায়ামগ্ন অভিমান অকৃতার্থ বেদনার দাহ
প্রথাসিদ্ধ ধ্রুবপদ অর্বাচীন স্মৃতির সাহস —,
তুমি শ্লোকোত্তরা, তবু যদি নাও স্নেহার্ত আঁচলে!

তুমি লোকায়ত স্বপ্ন, তবু স্পর্শাতীত চিরকাল
জন্ম জন্মান্তর ধ'রে ফিরে আসো প্রারব্ধের মতো
কিংবদন্তী করতলে নিয়ে যাও আমার অঞ্জলি
আমরা সত্তার আর্ত প্রপন্ন আশ্চর্য পারিজাত
প্রাচীন পৃথিবী শুধু খেলাচ্ছলে তৃণে ও তারায়
ঢেকে রাখে আমাদের দুজনের স্বর্গাধিক ভার।

নায়িকা

পাণ্ডুলিপিপ্রিয় তুমি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধা থাকো
ছন্দের বন্ধনে থাকো সশরীর শব্দহীন শব্দের ভিতর
রোমাঞ্চিত অন্ধকার নিয়ে থাকো কিশোরী নায়িকা
নিকষিত হেমবর্ণা অঙ্গহীন আলিঙ্গনে থাকো
গুরুজঙ্ঘা নাভি উরু বাহুমূল শ্বাসরুদ্ধ সচুম্বন থাকো
অক্ষরের বৃত্তে থাকো রক্তক্ষতচিহ্নে থাকো তুমি
মৃত্যুঞ্জয়ী মুদ্রা নিয়ে অতনুসংহিতাশ্লোকে থাকো
স্মরগরলের তাপে ফুটে ওঠা যন্ত্রণার ফুলে
আত্মহননের ভুলে ছুঁয়ে থাকো নায়িকা আমার।
সপ্রদীপ রাত্রি থাক স্বপ্নভারাতুর লজ্জা থাক
পরাগসম্ভব কোনো নদী থাক পর্যাকুল সিঁড়ি
সপ্তর্ষিবিস্তারলেখা স্মৃতিসিক্ত পথ ও প্রান্তর
রূপ ও অরূপ কথা রাজপুত্র অর্বাচীন আত্মঘাতী নট
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী থাক ব্যঙ্গচিত্রআঁকা জীর্ণ বটে
থাকুক তমাল শাখা কদম্বকানন কোজাগর
কলহান্তরিতা নষ্ট নিধুবন, কিশোরী নায়িকা
অনাদি যন্ত্রণা তুমি তুমি থাকো ধূপধুনোয় ঘটে
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে থাকো ঘৃণাক্ষরে অক্ষরবিন্যাসে
শিল্পচর আত্মভুক মুক্তি অধ্যুষিত সব কবির জীবনে।

মঠ

আমার ত্রিসন্ধ্যা স্তব গায়ত্রী আহ্নিক
বেদীতে স্থাপন করে ওই চোখ দুটি।
স্খলিত ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হবে। হ'লে, তুমি
তোমার মন্দিরে দেবে প্রতিষ্ঠা আমাকে?
শরীরে চিতার ভস্ম রুদ্রাক্ষ বাহুতে কমণ্ডলু
জটায় জটিল সর্প গঙ্গাতীরে একা
গম্ভীর ওঁকার ঃ তুমি পা রাখবে কোথায়?
রাজরাজেশ্বরী মঠে সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যা চ'লে যায়।

আজ খুব ভোরে উঠে

আজ খুব ভোরে উঠে তোমাকে দেখেছি। ধীরে ধীরে
আলো ঢেলে পৃথিবীতে দুটি হাতে ছড়ালে সকাল
প্রতিটি কুঁড়ির মুখে চুমো দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাখিদের নীড়ে
ঘুমের চাদর তুলে চ'লে গেলে। দেখা হবে আবারও কি কাল?

আজ সারাদিন আমি কী ক'রে ঘরের বাইরে যাবো?
যদি দুপুরেই আসো, মনে হয়, একি! এই বাড়ি এ সময়ে
এমন ঘুমিয়ে কেন? দেখি দেখি — যদি তুমি ভাবো —
অথবা বিকেলবেলা এ পথে বেড়াতে গিয়ে সহসা হৃদয়ে

একটি জলের ফোঁটা দেখে মনে পড়ে একি! একি!

আজ তাই ব'সে থাকি। কি জানি কী হয় শুধু দেখি!

একা হলে

কয়েকটি কবিতা করতলে
দিয়েছি ঃ ফুটেছে বুকে জলে
বেদনার রক্তকোকনদ।

বেদনায় সুখ ছিল এত।
জানিনি কখনো জানিনি তো।
এই ব্যথা পরমসম্পদ।

কবিতাগুলি কি ভেসে যায়
দুজনের ব্যাকুল হিয়ায়
একটি নদীর নীল জলে

ও নদী, ও কিশোরী নদীটি
লেখোনা একটি শুধু চিঠি
একা হলে একা একা হলে।

তোমার কি মনে পড়ছে? এইসব শব্দ শব্দের অতীত এই সব ভাষা
কি বুঝতে পারছ তুমি?
আমাদের ভালোবাসার সেই সব গৌরবময় দিন দিব্য দ্রবীভূত মহিমময় রাত্রি?
মনে পড়ে সেই অলৌকিক বিভ্রম? আমার দৃষ্টান্তহীন সেই অর্ঘ্য?
সেই অন্ধতা? অদাহ্য আমার আত্মার সেই দ্বিধাহীন সমর্পণ? তোমার মনে পড়ছে?
আমার হৃদয়ের গৈরিক কার্পাস উত্তাল হয়ে উড়িয়ে নিয়েছিল মৌন আকাশ
সাগর লহরীর মতো বিরামহীন অবৈধ মহাজিজ্ঞাসা আছড়ে পড়েছিল তটভূমিতে
ব্যাকুলতর আমার জন্ম মৃত্যুর ওষ্ঠ ছুঁয়ে হাহাকারের দিনগুলি রাতগুলি
গুঁড়ে গুঁড়ো করে গিয়েছে
আমার সত্তা ধুলোতে বালিতে রক্তেকাদায় পৃথিবীর নির্মম ঔদাসীন্যে
আমি পড়তে চেয়েছি, প্রেম ঃ নতজানু আমি শিখতে চেয়েছি, প্রেম ঃ
শ্রবণহীন মূক আমি উৎকণ্ঠিত শিরায় শিরায় শুনতে চেয়েছি, প্রেম ঃ
আমি রক্তেকালিতে লিখতে চেয়েছি শব্দের চেয়েও গূঢ় ব্যঞ্জনারক্তিম
হৃদয়ের ভাষায়, প্রেম ঃ
হে নির্মম, হে উদাসীন, হে ভয়ঙ্কর, হে সুন্দর!
আমি এক প্রমত্ত কবি নিষ্করুণ প্রারব্ধ আর সঞ্চিত আর ক্রিয়মানে ভারাক্রান্ত
অনন্তকাল ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে পুড়ে বেরিয়েছি অধিকারহীন পরিপ্রশ্নে
কোনোদিন আর ফিরব না ব্যর্থ এই শপথে ভূতগ্রস্ত উন্মাদের মতো দ্রোহহীন
ছুটে গেছি স্পর্শাতীত তোমার কাছে
হে অপমান, আমি শরণাগতির নির্ভয় নির্বেদে মুখ লুকিয়েছি
অবাধ্য অশ্রুর জন্যে শিশুর মতো দুঃখে ভয়ে বেদনায় দীর্ণ হতে হতে
ক্লান্ত বড়ো ক্লান্ত বড়ো ক্লান্ত আমার গোধূলিধূসর অভিমানের পথে পথে

সারাজীবন কেবল কর ক্ষতি।
ফুল হয়ে কি ফুটবে না কক্ষনো?
আমার মতো আবেগপ্রবণ লোক
তোমার বোধহয় পছন্দ খুব, বলো?
জড়িয়ে ধরি ছাড়িয়ে যাই নিচু
গুঁড়িয়ে যাই বুড়িয়ে যাই রোজ
লুকিয়ে রাখি পাঁজরতলে মুখ
দুঃখে হেসে চোখের জলে ভাসি
অনেক নিচে নেমে দূরে গিয়েও
তোমার কাছে দাঁড়াই তোমার কাছে!

ভেবেছিলাম এই তো কটা দিন
ঘর খোলা থাক দোর খোলা থাক আর
পথ খোলা থাক যাবার ও আসবার
সব তুলে দিই একটি নদীর হাতে।
সেই নদী যার মুখ দেখনি, শুধু
ভাসতে ভাসতে ভেঙেছি দুই পাড়
বেঁচে থাকার সমূহ সংসার—

নদী কিছু গড়ে না কক্ষনো?

সারাজীবন ছায়ার মতো থাকো
মায়ায় বাঁধো দুর্বলতা জেনে
'ভুল' কি ভুলেও 'ফুল' হয়ে আর ফোটে
আমার মতো লোকের এ জীবনে!

দ্রোহ

আমারই মতো হয়েছে নিচু আকাশ যেইখানে
আমারই মতো ভেঙেছে পাড় যে নদী সারারাত
আমারই মতো রক্তক্ষত হৃদয়ে অপমানে—
সেখানে তুমি এসোনা তুমি রেখোনা যেন হাত

কাটুক দিন যেভাবে কাটে কাটুক রাত, তাতে
কী ক্ষতি বলো; দেখোগে ওরা জ্বেলেছে কত ধুনি!
ঘুমোতে দাও এবার। আর জাগার বাসনাতে
হৃদয়শিরা দু'হাতে ছিঁড়ে যাব না এক্ষুনি

যা গেছে যাক যা আছে তার বেদনাটুকু শুধু
থাকুক। আর কখনো আমি তোমাকে বলব না ঃ
আমাকে নাও। আগুনে দিন জ্বলুক পথ ধূ ধূ
করুক। আমি আবার এসে ছড়াব প্রাণকণা

আবার এসে দাঁড়াব পাশে ভেঙেছ যার বুক
শোনাব গান কেড়েছ যার অথৈ বিশ্বাস
ফেরাব তাকে বেদনাহত নষ্ট নিরুৎসুক—
চতুর, আমি ছড়াব নীল গরল লাল ত্রাস

এই একটু আগে যেন

এই একটু আগে যেন দাঁড়িয়েছিলাম আমি কোথাও পথে
তুমি আসবে তুমি হাসবে ঘর ভাসবে মায়াবী জ্যোৎস্নায়
কথা বলবে একটি দুটি পদ্ম ফুটবে নিমগ্ন নীল জলে

এই একটু আগে তোমার দুচোখ ছুঁয়ে চমকে উঠেছিলাম
তোমার ভালবাসা ছুঁয়ে টাল সামলে স্তব্ধ একা ঘরে
ফিরেছিলাম, অনন্তকাল নিথর ফেরা বুকের ভেতর ফেরা

এই একটু আগে যেন একটি ভীরু গল্পের পল্লবে
সকালবেলার জ্যোৎস্না দুপুরবেলার জ্যোৎস্না বিকেলবেলার ক্ষতি
সন্ধ্যাবেলার শিহর — এখন বিন্দু বিন্দু পদ্মপাতার শিশির

এই একটু আগে সবই স্পষ্ট, যেন পাপড়ি মেলছে হৃদয় ও ঘরবাড়ি
ঝুঁকে পড়ছে আকাশ বুকে তুলে নিচ্ছে সকল লুকোচুরি
উস্কো খুস্কো ঝাউয়ের তালি দেবদারুদের ঋষির মত ছায়া

এই একটু আগে তোমার সুগন্ধ স্রোত সোনার সাঁকো ছিল!

তথাগত ফুল

ভেবেছি তোমাকে ফিরিয়েই দেবো তোমার নিজের পথে
কেননা আমার দ্বিধাবিভক্ত ঘরে আছে সংহিতা
জলে ঝড়ে আমি বেঁচে আছি সে তো কোনোমতে কোনোমতে
লুকোনো থাকুক এই ক'টি তথাকথিতই অকবিতা

ভেবেছি তোমাকে আহুতিই দেবো কোনো কিশোরের কাছে
সেই হবে ঠিক ধৃত্যুৎসাহ — তা'পরে বিরজাহোম
দেখেছো ও মেয়ে, এ রক্তমুখী গোধূলিজবার গাছে
ফুটেছে কেমন তথাগত ফুল? প্রথম — এই প্রথম!

আমাকে ভিখিরী ক'রে

কার সঙ্গে দেখা হবে? চোখে যার নিরঞ্জন আলো?
আমার গোধূলি ঘিরে যার দৃষ্টি, যে এসে দাঁড়ালো?
কার জন্যে চেয়ে থাকব? মুখে যার প্রাচীন পুকুর
পদ্মের সুগন্ধে ম ম, পায়ে বাঁধা মৃত্যুর নূপুর?
কার গন্ধ শব্দ স্পর্শ? অনপেক্ষ তার রূপ রস
শতাব্দীর পটে আঁকা, আমি মুগ্ধ অস্থির অবশ।
যে খুব নিকটে দূরে, যে আছে অথচ নেই, তাকে
স্বতন্ত্র পুরাণ সব পুঁথির রহস্যভাষা খুঁজে ফেরে ডাকে
ভীষণ ভিতর থেকে উঠে আসে গোধূলিতে পা ফেলে পা ফেলে
আমাকে উৎসর্গীকৃত বিকেল বিচ্যুত লজ্জা মেলে
জানিনা বুঝিনা কিছু, সে আমাকে প্রণতি মুদ্রায়
নিজের সর্বস্ব দিয়ে আমাকে ভিখিরী ক'রে যায়।

এই ঘর

এই ঘরে এক বকুলগন্ধ
এই ঘরে এক জ্যোতির্লেখা
এই ঘরে এক ব্যাকুলবেহাগ
এই ঘরে এক অতলস্পর্শ
করতলে আশ্চর্যসিদ্ধি

এই ঘরে যে তুমি এসেছো।

এই ঘরে এক নীল সাহারা
এই ঘরে দুখ পামীরপ্রমাণ
এই ঘরে সব ভস্মাবশেষ
এই ঘরে এক পৌত্তলিকের
চূর্ণ হৃদয় নিরঞ্জিত

এ ঘর থেকে চ'লে গিয়েছো।

পাতা ঝরে

আমার মনে পড়ে আমার মনে পড়ে আমার মনে পড়ে।
তোমার? কোনো কিছু? টুকরো দুপুরের? সকাল? শাদা পথ?
পথের রাধাচূড়া? একটি ছোট ঘর? বর্ষা মেঘাতুর?
সবই ঠিক আছে। সবই। শীতকাল। বর্ষা। গ্রীষ্মও।
তেমনি সব ঘর শান্ত ছাদ সিঁড়ি কিচেন ডাইনিং
তেমনি সে চেয়ার চায়ের কাপ ডিশ বুকের ঢিপ ঢিপ
নির্জনতা নীল মৌন মূক বাড়ি বাগানে গাছপালা
হলুদ ঝরাপাতা কলিংবেল স্থির শান্ত সকালের
খুবই এলোমেলো টুকরো কথাগুলি তোমার খুব তাড়া
চকিতে চোখ তুলে দুচোখ ছুঁয়ে দিয়ে সহসা চ'লে যাওয়া
যেন এ পৃথিবীতে একটি বাস যায় তোমার বাড়ি যেতে
সবই ঠিক আছে ব্যাকুল স্মৃতিপথে সজল কোমলতা
পরাগসম্ভব তেরোটি দিন কাঁপে ব্যথার প্রচ্ছদে
এবং পাতা ঝরে কেবল পাতা ঝরে কেবল পাতা ঝরে
আহত অনাহত আমার স্মৃতিগুলি হলুদে ঢেকে দিতে
কেবল পাতা ঝরে কেবল পাতা ঝরে কেবল পাতা ঝরে।

এখন নিদাঘ

এখন নিদাঘ। তুমি আসন্ন প্রাবৃটে
মেঘ পাবে বৃষ্টি পাবে হাওয়া —
এখন গোধূলি। তুমি আসন্ন সন্ধ্যায়
দেখতে পাবে নিঃস্ব চ'লে যাওয়া।

কার?
যার স্মৃতিভুক দুপুর বিকেল সারাদিন
বিশ্বাসপ্রবণ জলে গ'লে গেছে শুশ্রূষাবিহীন।

এখন নিদাঘ।
তুমি কোদাইকানালে বৃষ্টি পাবে।

যদি কেউ

তার নাম পুনর্বসু।
বলতেই সমস্ত মেঘ
করজোড় প্রার্থনাতে
চ'লে যায় ত্রিকূটচূড়ায়।
শুধু এক ছাত্রী একা
কুড়োলো বকুলগুলি
গন্ধে বিভোর হয়ে।
কে যেন অতর্কিতে
নামলো আমার চোখে
পেরোতে জলের সিঁড়ি
দুপুরের নূপুর প'রে।
নদীটির নিস্পৃহতা
সাঁকোটির আর্তিটুকু
কিনারের রক্তজবা
গোধূলির অনুপ্রবেশ
ঘিরেছে আনাচ কানাচ।

যদি কেউ দেখত এসব
যদি কেউ দেখত এসব
একবার আমার চোখে!

সবাই ঘুমোলে

সবাই ঘুমোলে আসে। বলে ঃ লেখো। দেখ দুটি চোখে
এনেছি সজলছায়া, তুমি ভালবাসো ব'লে, লেখো
এই তো যমুনা দুটি ওষ্ঠপুটে তোমার সে পৌরাণিক নদী
এনেছি তোমার জন্যে বহু কষ্টে, অন্ধকার ভালবাসো ব'লে
কবরীবন্ধনমুক্ত এলোচুল, দেখ দেখ উন্মুখ পরাগ
সনির্বন্ধ প্রগলভতা আহীরপল্লীর মেয়ে এনেছি কেমন

সবাই ঘুমোলে আসে, স্পর্শাতীত কাছে মাঝে মাঝে।

বেনেবউ

এই মন খারাপের মানে জানে গেরুয়া দুপুর
জানে ঝাঁটিপাহাড়ীর দেবদারু পাতার নূপুর
দোতলার সিঁড়ি ছাদ ফিলোজফি ক্লাসের জানালা
জানে বড়দিন ছুটি গেটে ভারি পেতলের তালা
নতুনচটির বাড়ি বাড়িতে এখনো লেগে ক'টি স্মৃতি জানে
এই মনখারাপের গভীর গোপন এক মানে
আর একজন, তারও কী যে হলো কী যে হয় তা কি
জানে কেউ? জানো ডেকে ডেকে সারা বেনেবউ পাখি!

মায়াজাল

তবে লিখি মেয়েটির চোখ
তবে লিখি মেয়েটির চোখ
তবে মেয়েটির চোখ লিখি?

এ ছাড়া তো সকলই আকাশ।

লিখে রাখছি, সে কি জানে, জানে?
জানিনা। এ গোধূলির মানে
ও চোখের ভাষা বুঝতে চাই

কতো যে দুপুর বারোমাস

উঠি নামি সিঁড়ি ধ'রে ধ'রে
আসি যাই ফিরে আসি ঘরে
মুগ্ধ এবং যেন মূঢ়

ক'টি দিন যেন চিরকাল।

যে শুধু দিয়েছে দুটি চোখ
প্রাচীন পুঁথির মত শ্লোক
অসীম রহস্যময় গূঢ়

দুটি চোখে মেলে মায়াজাল।

যদি

সে মেয়েটি আসে না এখন
সে মেয়েটি এখন আসেনা।

কী ক্ষতি সে না এলে না এলে?
কী ক্ষতি সে গেলে, চ'লে গেলে?

জানে না ব্যাকুল দেবদারু
মূর্খের হৃদয় কারো কারো

টলোমলো দুটি চক্ষু ভেজে
পৌত্তলিক বেদনায়; সে যে

কোনোদিন আসবে না আর।
শুধু এই? তাই হাহাকার?

তারই কান্না যন্ত্রণার নদী!

যদি আসে যদি আসে ফিরে আসে যদি!

এবার

এবার দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করো।
সরলতা বহুদিন দেখিয়েছ। তাতে
কী হয়েছে? পথ সেই পথ। মেঘ মেঘ।
এবার জটিল জলে নেমে পড়ো একা।
যেন সে না বোঝে কিছু, কেবল তাকায়
অবাক দুচোখ তুলে। পরাগসম্ভব
ভুলে ভুলে ছেয়ে দাও এবার নদীকে
নিমেষে জ্যা রোপণের আগে
মায়াবী ও সেতু ভেঙে ফেলবার আগে
বলো, তুমি জানো? তুমি শিখেছো সাঁতার?

সুনীলদা, নীরার সঙ্গে

সুনীলদা, নীরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!
দুইয়ের তেইশে ফেব্রুয়ারী।
সে আমার বাড়ি এসেছিল।
তিনের বাইশে ফেব্রুয়ারী
এসেছিল, শেষ দেখা ক'রে যেতে।
বারো মাসে মাত্র তের দিন।
নীরা তার নাম নয়। সে তোমার অতি ব্যক্তিগত।
তবু বিশ্বগত হয়ে বলেছিল ঃ
আমি
সকল কবির নীরা
শিল্পভুক, হৃদয়ের সমস্ত বেদনাভুক —
কবি,
হাত পাতো, এই নাও সুগন্ধসন্তাপ
এই নাও গোধূলির সরোদের জল
স্মৃতিসিক্ত শাদা পথ ভবিতব্য ধরো
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নীল আমার শরীর
নিকষিত হেমোপম নীলাঞ্জন শিখা
দগ্ধ হতে দগ্ধ হতে দগ্ধ হতে হতে ভস্ম হতে।
আমি যাই
একজন প্রতীক্ষা ক'রে আছে।
সুনীলদা, সে গ্যালাক্সিতে যায়?
গেলে, বোলো, রবিকে খামোকা
এত ঝড় এত বৃষ্টি আত্মঘাতী এমন বিদ্যুৎ
কি জন্যে — সে বেশ
ধ্যানে ছিল বিশ্বাসপ্রবণ নীল কুঠুরিতে ছিল
শান্ত বাঁকুড়ায়।

মাটির প্রতিমা

তোমাকে উপেক্ষা ক'রে যেতে কই পেরেছি এখনো
ডেকেছে ক্লাসের বাইরে আদিগন্ত ছুঁয়ে থাকা নীল
ধূসর পাহাড় শীর্ষে ঝুঁকে থাকা বৃষ্টিভারাতুর
শাদা মেঘ ঝাঁপ দেওয়া সোনালী জরির মত রোদ
স্তবকে স্তবকে লাল মোরগঝুঁটির গ্রীবা ঢেউ
প্রতিরূপী বস্তুবাদ লিখতে লিখতে ডেকে নিয়ে গেছ
মনে পড়ে ? বাইরে দুটি দেবদারু আর হু হু হাওয়া
ভেতরে অজস্র মেঘ বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ আর জল
আর জলে গ'লে যাওয়া রাজেশ্বরী মাটির প্রতিমা।

চিরকাল

যেখানে দাঁড়িয়েছিলে এসে
অবিকল সেরকম হেসে
সেদিন দুপুরবেলা একা

সেখানে সুগন্ধ আর সুর
রোদ্দুরের সোনার নূপুর
দেবদারুদের মায়ারেখা

আজও ঠিক রয়েছে তেমনি।

কোনোদিন, যত দিনই হোক
পরে, যদি ওরকম শ্লোক
শ্লোকোত্তরা কথা বলো এসে

যদি হেঁটে যাও পাশাপাশি
কথা না বলেও, রাশি রাশি
ঝ'রে যাবে সিসুদের পাতা

সব কিছু থাকবে তেমনি।

মায়া

কেন বার বার লিখতে হবে
ফুটেছে হলুদ চাঁপা ফুল
ফুটেছে পথের রাধাচূড়া
কেন বার বার বলতে হবে
সেই দুটি দেবদারুর কথা
সকালবেলার কটি দিন
কেন কবিতার খাতা থেকে
স্মৃতিসিক্ত তুলে আনতে হবে
চোপ্তার মেঘের শীর্ষে পথ
কোদাইকানালে পাইনেরা
শ্রাবণসন্ধ্যার নিচু মেঘে
কেন বার বার ফিরে আসে
কেউ কি কখনো দূরে গিয়ে
রচনা করেছে নীল মায়া
তাহলে! সামান্য ইতিহাস!

পাতারা

আজ খুব কষ্ট? খুব মন খারাপ? কেন?
শুধোয় সমস্ত পাতা উড়ে উড়ে
পথে পথে ধুলোতে আমাকে।

করতল

তাতল সৈকত জুড়ে চন্দনবর্ণের করতল।
প্রসারিত।
নিতে এই ভার।

পুরাণ কথা

একজন জানু পেতে ব'সে থাকে, বয়স বাড়ে না।
বটের ঝুরির মধ্যে পাথরের গুহার ভেতরে
চোখ বন্ধ দৃষ্টি স্থির ভ্রূমধ্যে নিথর ধমনীতে
অনাহত দিন মাস, ব'সে থাকে, বয়স বাড়েনা।
তোমার প্রণতি মুদ্রাস্পর্শাতুর নীলাঞ্জন শিখা
কি স্থির নিষ্কম্প তার আজ্ঞাচক্রে আসূক্ষ্ম শরীরে
সোনার ঝুলিতে তার কবে কার দুপুরের উদাসী নূপুর
জন্মান্তর থেকে সব উঠে আসে, খুলে যায় কঠিন অর্গল
অনধিকারের সেই সমর্পণ ঝ'রে পড়া বিন্দু বিন্দু জল
বিশ্বাসবিহ্বল দুটি অঞ্জলিতে আজও অবিরল—
আর আমি চেষ্টা করি লিখে রাখতে আশ্চর্য পুরাণ।

প্রণাম

তোমার প্রণাম নিতে গিয়ে দেখি হৃদয়ের শিরা
কেঁপে ওঠে গ্রন্থি ছিঁড়ে ঝলকে ঝলকে শঙ্খমুখে
অনাহত ধ্বনির ফুৎকার।
তুমি প্রণতি মুদ্রায় দুটি হাতে
আমার পায়ের পাতা স্পর্শ করো
প্রণতি মুদ্রায় দুটি হাতে
আমার পায়ের পাতা স্পর্শ করো
কেঁপে ওঠে ঝুঁকে থাকা তারা
আমার সর্বস্বহারা নদীতে বিশ্বস্ত জলে বালির চিতাতে
উৎফুল্ল গোধূলি বেলা চমকে ওঠে
তুমি ফিরে যাও
ছড়াতে ছড়াতে সব পৌরাণিক রোমাঞ্চবিস্তার পুঁথি টুথি
রুদ্রাক্ষ কাষায় স্তব কমণ্ডলু ত্রিশূল চন্দন
আশ্রমের কুয়াশায় পাথর প্রকীর্ণ গিরিপথে
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মত
ফিরে যাও কুমোরটুলির মাটি জলে।

বিন্দু বিন্দু

তুমি এলে। চ'লে গেলে। মৃদুতম শব্দও হলো না!
হলো না কি? ছলাৎছল ঢেউ ভাঙল। তবে?
পাতায় পাতায় নীল মর্মরতা। তার? দুপুরের
নূপুরের শব্দ হয়নি? আত্মঘাতী এই কবিতার
ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা সে তো তোমারই ব্যাকুল নীল ঢল
শিরায় গড়িয়ে যায় জলমুখে উজানের দিকে
এত বেশি জলরেখা এত বেশি বৃষ্টিরেখা এত
বেশি নিবিড়তা নিয়ে এখন কি আগুনের সাঁকো
পেরোতে পারব আমি পার করতে তোমাকে! তাহলে
এবারের মত যাই, বহু ক্ষয়ক্ষতচিহ্নময়
এ হৃদয় দেখাবো না, তুমি তো শুশ্রূষা দেবে জানি
সারাদিন সারারাত জেগে জেগে ছোট দুটি হাতে
পিপাসার ওষ্ঠপুটে ঝ'রে যাবে বিন্দু বিন্দু জল!

তুমি

সব কিছু অনুষঙ্গ ঃ তুমি শুধু বিশুদ্ধ কবিতা।
সব কিছু চালচিত্র ঃ তুমি শুধু বিশুদ্ধ কবিতা।
তুমি দেবীমুখে স্থির অপলক তাকিয়ে রয়েছ
জগৎ সংসার স্তব্ধ চরাচর তোমার বিমুগ্ধ নীল মায়া
আমাকেই বেছে নিলে দুচোখে বরণ ক'রে নিলে!
তারপর চ'লে গেলে। তারপর? তারপর নেই।
একদিন অনায়াসে ছোঁয়া যেত আয়াসেও যেত
বলা যেত পৃথিবীর সব চেয়ে পুরনো কথাও
গভীর গোপন তীব্র রহস্যমন্ডিত শিল্পগুহা
হয়ত দেখানো যেত দুঃসাহসে দুর্গম শিখরে।
এ সমস্ত সম্ভাবনা এ সমস্ত প্রচ্ছন্ন প্রতিভা
লেখার বিচ্ছিন্ন টুকরো সংবেদনশীলতা জলের
এ সবই ভীষণ মিথ্যে মায়াজাল মাটির প্রতিমা।

কোদাইকানাল

কাচের জানালা দিয়ে চেয়েছিলে :
নীচে নিচু মেঘ নীল কুয়াশা পাইন
উপরে নিথর স্তব্ধ দেবদারু শীত
কার মুখ কার চোখ কার ওষ্ঠপুটের সজল
পাহাড়ের চূড়ো থেকে শূন্যের পূর্ণতা নিয়ে
নেমে এসেছিল।
নির্ভার বাষ্পের ভারে কার চোখ, কোদাইকানাল!
আজ বহুদিন পরে উঠে এলে
সরিয়ে সবুজ
ঘন শ্যাওলা পুরু দাম প্রকীর্ণ পুরনো লতাপাতা
রাশি রাশি জলকণা সফেন প্রপাত কোমলতা
কোদাইকানাল, তুমি নেমে এলে।
আমি তাকে নিয়ে
কখনও কি যাব ঠিক জানি না যে
গেলে তুমি তাকে
কুয়াশার পর্দা তুলে কী দেখাবে? সেদিনের স্মৃতি?
আমার সে হাহাকার বিরহচিহ্নের সেই রাত?
নিবিড় পাইনবনে একা একা ব্যথাতুর মুখ?
সে গেলে, কখনো গেলে, একা গেলে তাকে
কোদাইকানাল, বলো : দেখ, ফেলে গেছে
কতো ভালবাসা, লেখা, অক্টোবর, দুহাজার এক
জলপ্রপাতের ধারে ও দাঁড়ালে দেখিও আমার
ঝুঁকে থাকা প'ড়ে থাকা
প্রবাসী পালক।

একদিন

আমি কিছু নেবোনা তোমার
আমি কিছু নেবোনা তোমার

এমনি অপাপবিদ্ধা থাকো
এমনি অপাপবিদ্ধা থাকো

দেখ কি গভীর অন্ধকার

কোনোখানে কোনো আলো নেই
কোনোখানে কোনো আলো নেই

কোনোখানে ভালবাসা নেই

মৃতেরা মৃতের পিছু পিছু
প্রেতেরা প্রেতের পিছু পিছু
চলেছে মিছিলে—সারা দেশ

তুমি ও জাগরদীপটুকু
দুহাতে আড়াল ক'রে রাখো
নিভৃতে ও পাঁজরের তলে

একদিন কোটি কোটি শিখা
যা'তে জ্বলে, যা'তে উঠে জ্ব'লে।

যেন কোনোদিন

যেন কোনোদিন আমি দেখিনি তোমাকে
যেন কোনোদিন আমি দেখিনি তোমাকে
এমন নিমেষহারা নিষ্পলক নিষ্করুণ চোখ
যেন শুষে নেবে তার আজন্ম পিপাসামরু জল
যেন স্পর্শ দেবে ওই থরো থরো সহস্রটি দল
যেন লজ্জাতুর দ্বিধা শ্লোকোত্তরা যমুনাসম্বল
আমাকে এবার দেবে যন্ত্রণাউত্তীর্ণ সেই শ্লোক
যার জন্যে এত তীব্র উচ্চকিত আরক্ত গোধূলি।

তোমাকে

সবাইকে দিয়েছি কিছু কিছু
ফেরাইনি কাউকে শুধু হাতে
আজ শুধু তোমাকে দিলাম।

কী দিলাম তোমাকে তোমাকে?

দুপুরের বিষণ্ণ নূপুর
বিকেলের পর্যাকুল ছায়া
মেঘেদের ব্যাকুল গোধূলি
লুকোনো মুখের জলরেখা

আর আমার এই লেখাগুলি

যদি পড়ো খুশী হবো খুব
খুশী হবো নাও যদি পড়ো
প্রণামের মতো নিচু হয়ে
দুটি হাতে যদি ক'রে জড়ো
রেখে দাও ছায়াজাদুঘরে

সবাইকে দিয়েছি কিছু কিছু
ফেরাইনি কাউকে খালি হাতে
আজ শুধু তোমাকে দিলাম

কী দিলাম তোমাকে তোমাকে!

ইচ্ছে

একদিন তুমি এসে মুছে দেবে সব দাগ আঁচলে তোমার
একটি এমনই ইচ্ছে —জীর্ণতর—কেঁপে ওঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে
আর তার সমুদ্রবিস্তার হাহাকার
নিচু হয়ে শুষে নেয় আকাশ মৃত্তিকা।

আনন্দধারা

আজ একবার তুমি আসতে পারতে!
আমি দুপুরের দরজা খুলে
যেন দীর্ঘ একজীবন তাকিয়ে ছিলাম।
প্রান্তরে ঝরছিল পাতা ধুলোবালি সোনা
গড়িয়ে পড়ছিল চূর্ণ রোদ্দুরের চুল
তোমার চোখের মতো অবিকল আকুল আকাশ
আমাকে দমবন্ধ ক'রে সারাটা দুপুর
ঘন হয়ে ছিল

আজ একবার তুমি আসতে পারতে!
পারতে না একবার?
আজ আমার আনন্দধারা দেবদারুগুলিকে
আজ আমার আনন্দধারা অঝোর ধারায়
ভিজিয়েছে সারাদিন
তুমি এলে ভিজে যেতে ঠিক
তোমার চোখের মেঘ গ'লে যেত তোমার চোখের
সমস্ত নদনদীগুলি পাহাড় পর্বত উপত্যকা
ডুবে যেত
ভেসে যেত আমার কবিতা
ছোট দুটি শাদা হাতে
তুমি কি কুড়োতে নিচু হয়ে
যে ভাবে প্রণাম করতে আমাকে একদা?

স্পষ্ট

আমি তো সহজ ক'রে বলি
তুমি কেন কষ্ট ক'রে বোঝো
আমি আসি অনায়াসে একা
আমি যাই অবলীলাক্রমে
তুমি শুধু পাঁজিপুঁথি দেখ
তুমি কেন হৃদয় বোঝোনা!
অনুশাসনের অন্ধকার
আমার লাগেনা মোটে ভালো
দেখ বৃষ্টি কেমন সহজে
ধুয়ে দিচ্ছে সমস্ত প্রান্তর
পাতার গা বেয়ে পড়ছে জল
ভেজা ডানা মুড়েছে পাখিটি
বিকেল ফুরোচ্ছে ধীরে ধীরে
আলো অন্ধকার চিরে চিরে
স্পষ্ট হচ্ছে একটি শাদা পথ
একদিন আমার যাবার।

সব কিছু বুঝেও বোঝোনা!

যে তোমাকে একদিন

এত মেঘ এত বৃষ্টি এত ঝোড়ো হাওয়া
এমন কোমল করা ধূ ধূ পথ চাওয়া
আমার কী হবে আর নিয়ে অনুতপা!

এই গোধূলির আলো আগোছালো ঘরে
গল্পের সমাপ্তি রেখা বইয়ের ভিতরে
আমার থাকুক সন্ধ্যা আহ্নিক অজপা।

আমার ভিতরে যাকে খোঁজো তাকে পাবে
যে তোমাকে একদিন ডেকে নিয়ে যাবে।

তোমার কবিতা

এ কবিতা তোমাকে দিলাম
এ কবিতা দিলাম তোমাকে।

বর্ণ দিই শব্দ দিই ধ্বনি
ব্যঞ্জনাবিহীন ছন্দ নাও

জড়াও তোমার বিনুনীতে
রাখতে পার খাতার ভেতর।

এ কবিতা সম্পূর্ণ তোমার
চুরি ক'রে নিয়েছি ও চোখে।

চুপিসাড়ে নিয়েছি কখন
তুমি টের পাওনি। পেয়েছো!

বলোনি! বলেছো? যাই হোক
এ কবিতা কেবল তোমার

এই রক্তব্রণ নীল শিরা
উদ্ভিন্ন গোধূলি শষ্প মেঘ

সায়ন্তন বিষণ্ণ অকূল
তিলপর্ণী কিশোর বালক

চিবুকে কণকভস্ম চোখে
আলোকিত সরোদ সজল

নিঃশ্বাসে সুগন্ধ সারারাত
এর জল আগুন পরাগ

যথাসর্বস্ব তুমি নাও
ও মেয়ে, এ কবিতা তোমার।

কথা

আমরা কোনো কথা
বলতে চেয়েছিলাম

সমস্ত চোখ মেলে
সমস্ত মন মেলে
আমরা কোনো ব্যথা
স্পর্শ ক'রেছিলাম

একটি দুটি দুপুর
দেবদারুদের ছায়া
শ্রাবণ মেঘভার
তিলপর্ণী দিন
পেরিয়ে এসেছিলাম

পথ হারানো মাঠে
গোধূলি পার হলাম

আমরা কোনো কথা
বলতে চেয়েছিলাম

ও মেয়ে, কোন কথা
বলতে চেয়েছিলাম!

চোখ

সে আমার কেউ নয় ব'লে
শুধু তার চোখের অতলে
নেমে গেছি কখনো কখনো

শুধু ক'টি মায়াবী দুপুর
পায়ে বেঁধে রোদের নূপুর
কেঁপেছিল ছুঁয়ে কারও মনও

আর দুটি ভীরু দেবদারু
লুকিয়ে দেখেছে কারো কারো
চোখে চোখে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা

সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠে নেমে
চ'লে গেছে দ্রুত খুব ঘেমে
ফেলে তার ছুটি সেই বেলা

তারপর দিন গেছে রাত
খালি হয়ে গেছে বুক হাত
স্মৃতিতে পড়েছে পুরু ধুলো

শুধু তারাভরা এ আকাশে
তার সেই দুটি চোখ ভাসে
বলে ঃ ভুলো ভুলে যাও ভুলো

বলে আর হাসে সেরকম
আমাকে সে জীবনে প্রথম
যেন দেবে দুটি চোখে চুমো

সারারাত পাতার উপরে
সারারাত ঘাসের উপরে
এ হৃদয় ঝরে—বলি ঃ ঘুমো।

এসো পবিত্রতা

এসো পবিত্রতা
এসো স্পর্শ করো
সঞ্চারিত করো
শক্তি সক্ষমতা
আনন্দ অপার
এসো পবিত্রতা
ধরো এসে হাত
পেরোই দুর্গম
থরো থরো পাড়
ব্যাকুল কিনার
উন্মাদ আঁধার
মেঘ বৃষ্টি ঝড়
বজ্র ও বিদ্যুৎ
অন্তহীন মরু
পিপাসার পথ
এসো পবিত্রতা
এসো পবিত্রতা
যদি আমি ছুঁই
ওকে আজ, তুমি
অগ্নির বলয়ে
ঘিরে রাখো স্থির
অনঘশৃঙ্গার
এসো পবিত্রতা
পাপবিদ্ধ দুটি
জীবন বাঁচাতে

সনির্বন্ধ

ও মেয়েকে আজও কিছুই হলো না বলা
শুধু শাদা মেঘ একা এসে ফিরে গেল
শুধু হিমেনীল হাওয়া এসে ফিরে যায়
শুধুই হলুদ পাতারা মাটিতে ঝরে
শুধুই গোধূলি লাল ম্লান ছলো ছলো
ঃ বলো কিছু বলো ও মেয়েকে কিছু বলো

মেয়েটিকে বলা যাবে না কখনো কিছু
দিনের পিছনে দিন যায় পিছু পিছু
অবুঝ বেদনা বুকে নিয়ে বারোমাস
আনুষ্ঠানিক অনুক্ত অনুতাপ
সজল সনির্বন্ধ চরণমূলে ঃ

দুটি হাতে দুটি থরো থরো হাতে তুলে
ওই মুখ, ওকে বলো আজ কিছু বলো।

বিশ্রাম

দিতে এত ভালো লাগে জানিনি কখনো
নিলে এত ভালো লাগে জানিনি কখনো

কী দিয়েছি কী নিয়েছো যে এমন পাগলের মতো
বৃষ্টিকে ডেকেছি ঘরে ঃ আমার সর্বস্ব ভিজে যায়!

জানোনা গ্রহণ ক'রে কতো ঋণী করেছো আমাকে।

আমার সময় কম, তবু মনে রাখব তোমাকে।

এত বড় পৃথিবীতে কোনোদিন দুচোখের নীলে
ঢেকে দিও—সে আমার বিজন বিশ্রাম।

গন্ধরাজ

কথা কিছু ছিল না আমার।
কথা কিছু ছিল না তোমার।

নিরভিমানের দিনরাত
ঝুঁকে আছে শিয়রের কাছে
চোখের কিনারে জলরেখা
বুকে মেঘাতুর কিছু ভার

কথা কিছু ছিল না কখনো।

যদি থাকতো? যদি থাকতো! তবে
গরীব কবির লতাপাতা
গরীব কবির পিছুটান
সরিয়ে নিবিড় দুটি হাতে
দেখতে ফুটে আছে গন্ধরাজ!

কথা কিছু ছিল না কখনো?

অন্ধকারে

ওই দুচোখের কাতর নীলে ভাসাও
ওই দুচোখের অকূল জলে ভাসাও
ওই দুচোখের বিশ্বাসে আজ ভাসাও
কবির সারাজীবন।

সারা জীবন বললে দুলে ওঠে
সারাজীবন বললে বেজে ওঠে
সারাজীবন বললে ভেসে যায়
একটি ছোট তারা—

তোমার চোখের ব্যাকুল অন্ধকারে।

রূপকথা

তুমি কি বিপথগামী কবিকে তাহলে
তোমার চুলের কাঁটা দেবেনা এবার?
কবি অন্ধত্বের জন্যে বেছে নেবে অন্য কোনো পথ?
রূপান্ধকে আসলে কি অন্ধত্ব যে দেবে!

তাই সে তাকিয়ে থাকে তোমার মুখের দিকে আর
তোমার চোখের দিকে চিবুকের দিকে মাঝে মাঝে
নির্বাণের মতো দুটি করতলে পায়ের পাতায়
তাই সে দাঁড়িয়ে থাকে পথে, যদি—যদি যায় যদি
আসে নীলাঞ্জন মৃত্যুশিখা নিয়ে শ্লোকোত্তরা মেয়ে
রূপে রসে গন্ধে শব্দে আশরীর স্পর্শময়তায়

আসে না সে। আসে না সে। আসে না সে। কবি
বিজন মঞ্জিলে ব'সে লেখে, অন্যগামীতার ভাষা
কবিতায় ভর করে বিরহকান্তার ধ্রুপদে
রূপকথাকে মনে হয় বাগানের রক্তমুখী জবা।

দেবদারু

তোমার দুচোখ থেকে ঝ'রে পড়ে ঝর্ণার মতন
যে পবিত্র আলো আমি তাতে স্নান আহ্নিক করি না।
আমার যে ভয় হয়, আনাচে কানাচে মান্ধাতার
অন্ধকার, পিপাসার জটিল শিকড়ে বড় লোভ
উদ্বাহু ঝুরিতে দোলে প্রেতায়িত ছায়া সারারাত।
আমি তাই চ'লে আসি বহুদূরে, মেধাবী আড়ালে
নিজেকে লুকিয়ে রাখি, তুমি খোঁজো নানা অছিলায়
যেন কতো ভুলে যাওয়া কাজ থাকে সারাদিন মাঠে।
আমার হয় না পড়া, খোলা বই দরজা ঘর দোর
হু হু হাওয়া হু হু হাওয়া ধূ ধূ চোখে চাওয়া
অদৃশ্য ঝর্ণার দিকে স্নান পান আহ্নিকের লোভে—
ধর্মযাজকের মতো স্তব্ধ স্থির দুটি দেবদারু।

কাল

কাল খুব মেঘ আসবে বিদ্যুৎ চমকাবে
কাল বইবে অন্ধরাগে খুব ঝোড়ো হাওয়া
কাল খুব বৃষ্টি হবে বৃষ্টির কিংখাবে
ফুটে উঠবে তার আসা তার চ'লে যাওয়া।

আজ রাতে সেই কষ্টে কবি লিখছে তাকে
যেন সে মার্জনা করে পুরনো আঙ্গিক
যেন সে মার্জনা করে অন্যগামীতাকে
যেন সে প্রার্থনা করে প্রণতিমুদ্রায় স্বাভাবিক

তারপর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই? তবে
একটি গল্পের শেষে আসে অন্যটি যে
জীবনকে ভ'রে দিতে বৈভবে বৈভবে!
গায়ত্রী ছন্দের মাত্রা কবিতায় ভিজে।

আজ তাই কবি লিখছে ঃ রাত্রি পটভূমি
কদম্বকাননে ঝাপসা শতাব্দীর পট
ভেঙে যাচ্ছে মুখ চোখ শ্লোকোত্তরা তুমি
শব্দের মৃণালে কাঁপছে মায়াবী সঙ্কট

কাল খুব মেঘ আসবে বিদ্যুৎ চমকাবে
কাল বইবে অন্ধরাগে খুব ঝোড়ো হাওয়া
কাল তুমি তুমি আসবে আসবে চ'লে যাবে
প্রার্থনাপদের মতো পরাগসম্ভবা।

একজন

মনে আছে? হাওয়া, মেঘ, বৃষ্টি, বনপথ?
মনে পড়ে? একজন কি ভীষণ বিষণ্ণ নীরব
ফিরে গিয়েছিল ফিরে গিয়েছিল ফিরে গিয়েছিল!

অন্ধকারে

ওই দুচোখের কাতর নীলে ভাসাও
ওই দুচোখের অকূল জলে ভাসাও
ওই দুচোখের বিশ্বাসে আজ ভাসাও
কবির সারাজীবন।

সারা জীবন বললে দুলে ওঠে
সারাজীবন বললে বেজে ওঠে
সারাজীবন বললে ভেসে যায়
একটি ছোট তারা —

তোমার চোখের ব্যাকুল অন্ধকারে।

আজ

এই যৎসামান্য পাপ লুকোনো থাকুক।
ঠাকুর, তোমার সঙ্গে যেতে যেতে পথে
জাহ্নবীর জলে ফেলে খালি করবো বুক।
তাকে ভালবাসতে দাও আজকে কোনোমতে

আনাচ কানাচ

কিছু থাক আর নাই থাক আছে এখনো রাত
প্রশ্রয় থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে ভুল
আনাচে কানাচে দেবপশু সব পেতেছে হাত
মৃত্যুর মত সুখ শুষে নিতে অপ্রতুল

ক্রান্তদর্শী কবিও কেমন কান্নাতুর
আশীবার্দের ভঙ্গিতে প্রিয় ছাত্রীকে
বুকে টেনে নেন — এই সব তুমি হে ঠাকুর
ক্ষমা ক'রে তার গোধূলিকে ঢাকো চারদিকে

জলরেখা

আমি যে কিশোর নই, তা'কি
জানোনা যে এনেছো দুপুর?
এখন কোথায় একে রাখি
লুকিয়ে! সে বেঁধেছে নূপুর।

আমি যে সাহসী নই, সেতো
বুঝেছো, তাহলে কেন একা
এলেনা কখনো? দেওয়া যেতো
একটি অতল জলরেখা

এঁকে। তারপর কিছু নেই।

গোপন

ঘটেনি তো কোনো কিছু। সেই রোদ সেই ছায়া জল
সুখ দুঃখ প্রতিদিন পৃথিবীর পুরনো নিয়মে
অনুশাসনের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে চলেছে চঞ্চল
অর্থহীন প্রেমিকেরা বদ্ধমূল সংঘে ও আশ্রমে।

কিছুই ঘটেনি। শুধু কি যেন ছুঁয়েছে অবিরত
কোথাও কি লেখা হলো পরাগসম্ভব ভীরু নাম?
কেউ তো আসেনি, এসে চ'লে যায়নি সুগন্ধের মতো!
তারই কথা তারই ব্যথা অকৃতার্থ লুকিয়েছিলাম!

কিছুই ঘটেনা। শুধু রয়ে যায় অনাহত শূন্যতার মানে
আশ্চর্য জলের দাগ অনাশ্রিত আলো আর ছায়া
দুটি স্তব্ধ দেবদারু তাদের পাতারা সব জানে
প্রায় প্রৌঢ় কবি এক কেন ঝুঁকে চেয়ে আছে আহা।

বইখাতায়

আমার দুপুরগুলি তুমি নিয়ে গেছ
বইয়ের খাতার মধ্যে বুকে ক'রে ক'রে।
এখন বিকেলবেলা। সন্ধেও কি নেবে?
নেবেনা? তা হলে যাক পথে পথে ঝ'রে।

আমার সামান্য যৎসামান্য লোনা জল
দেখো তো ভুল ক'রে যদি চ'লে গেছে যদি
তোমার বইয়ের মধ্যে ক'রে কোনো ছল
যায়নি? নিয়েছে তবে এ নিষিদ্ধ নদী।

ভীরুমেয়ে

তুমি সেই ভীরু মেয়ে নদী থেকে উঠে
আবার নদীর জলে নেমে গেলে ছুটে
একবার চোখে চোখ : কেঁপে গেল জল
ভেঙে গেল সবটুকু গোপনতা ছল
তোমাকে কে ভালবাসে ভীরু মেয়ে, জানো?
সে লেখে তোমাকে। কই তাকে ডেকে আনো
এমন নদীর তীরে? ধ্বসে প'ড়ে পাড়
সমস্ত শহর গ্রাম ঘুমিয়ে অসাড়!

অন্তর্গত

আমি যার অন্তর্গত সে তোমাকে করেছে সুদর
তাই তুমি কষ্ট পাও আমি হাসি নেমে যেতে যেতে
উঠেও দেখিনা পথ পথতরু প্রান্তর ব্যতীত
কোনো কিছু, কষ্ট পাও অনির্বচনীয় একা একা।

গ্রামীণ

এ সবই বিপথগামী কবিতার ভাষা।
তুমি তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ঝাঁটিপাহাড়ীতে
কখনো যেওনা পেতে নিরেট তামাশা
সহজে কি যেতে পারি ক্লাস নিতে নিতে

তোমাকে দেখাতে তার প্রার্থনার চোখ?
তাছাড়া সে সেসময় না তাকায় যদি?
তার চেয়ে এই কটি রক্তিম স্তবক
জলে যদি যেতে চায় নিতে পারে নদী।

এ সবই বিপথগামী কবিতার কথা
একটি গ্রামের স্বচ্ছ সরোবর কৌম সরলতা।

দিনরাত

সারাদিন তুমি এসে দাঁড়াও
সারারাত তুমি এসে দাঁড়াও

চোখে চোখ রাখো থরো থরো

বারোমাস ঘন মেঘে আকাশ
ঝুঁকে থাকে নীচে ঝড়ো বাতাস

মাতোয়ারা কিসে জরোজরো

সারাদিন তুমি এসে দাঁড়াও
সারারাত তুমি এসে দাঁড়াও

চোখে চোখ রাখো ছলোছলো

এভাবে তবে কি সারাজীবন
এভাবে তবে কি সারাজীবন

ভেসে যাবে! বলো তুমি বলো।

দুর্বলতা

এই দেবদারু এ দুপুর এই হাওয়া
এই সিঁড়ি এই জানলা বাইরে মাঠ
ক্লাশ ভুলে এই অনতিঅতীতে চাওয়া
চেয়ে থাকা—ধ'রে বিষণ্ণ চৌকাঠ

যৎসামান্য মানুষী দুর্বলতা।

এটুকুও তুলে রেখে দিতে কারুকাজ
করেছে সাক্ষী ওই দেবদারু পাতা
এটুকুও ভুলে না গিয়ে গন্ধরাজ
যাজকের মতো হয়েছে পরিত্রাতা

বলো বলো তবে বলো বলো তার কথা।

ইচ্ছামৃত্যু

রক্তগোধূলির দুর্ঘটনা
বলো তুমি এড়ানো যেত না?

পুঞ্জ পুঞ্জ অজস্র জোনাকি
বুকে আছে জানা ছিলনা কি?

যৌবনের আনাচে কানাচে
কিশোরী, কাচের টুকরো আছে।

ঠোঁটে নিঃস্ব নিষিদ্ধ তর্জনি
এ নদীতে নেমোনা এক্ষুনি।

ভুল আর ভুল ভালবাসা
ধ'রে রাখতে কবিতার ভাষা!

অঞ্জলি উপুড় এতো স্নেহ!
স্পর্শাতীত মৃত্যুমুখী দেহ।

লিখিনা

তোমাকে আর আমি লিখিনা।
তোমাকে আর আমি লিখিনা।

তুমি কি এই পথে যাও রোজ?
না হলে ভিজে কেন পথ জল
না হলে ছায়া কেন সিসুদের
না হলে সেরকম অবিকল
দুপুরবেলা কেন চমকায়!

তুমি কি এসেছিলে কোনোদিন?
না হলে চৌকাঠে কেন দাগ
না হলে বিস্মৃতি ভেঙে যায়
কেন যে স্পর্শাতীত ভয়
অলৌকিক দুটি পদছাপ!

কারো কি মনে পড়ে আজ আর?
জানিনা, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ
জানিনা, মাঝে মাঝে ঝড় জল
জানিনা, মাঝে মাঝে কুয়াশায়
পাইনবনে ঢাকে ওই নাম

আর আমি তোমাকে যে লিখিনা।

ভয়

তোমাকে ভয়ের গল্পে নিয়ে যেতে চেয়েছি বলেই
এত আলোছায়ামাখা রহস্য জড়ানো এ বিকেল
এমন বনজ লতাগুল্ম কাঁটা সিঁথিপথ জল
ঝর্ণাকেশরের এত চঞ্চলতা পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস
মেঘের কিনারে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকার ব্যাকুল টিলায়
তোমাকে ভয়ের গল্পে নিয়ে যেতে চেয়েছি বলেই
আমাকে দেখালে কাকতাড়ুয়াকে, মজা পেলে খুব।

একা

তুমি দুঃখ তুমি সুখ তুমিই বিভ্রম হাহাকার
কবি জানে। জেনে স্থির। তবুও ব্যাকুল অন্ধকার
জড়ায় স্থূলে ও সূক্ষ্মে কারণে কেন যে পাকে পাকে
সামান্য কিশোরী সব ঝাপসা ক'রে ব্যথা দেয় তাকে
কেন সে জানেনা, তার আহত শুশ্রূষাহীন নদী
অন্তর্গত ছলাৎছল বালির চিতায় নিরবধি
ছিন্নভিন্ন ছায়ামুখ আচ্ছন্ন আয়ত রক্তরেখা
তুমি ভালবাসলে ব'লে সে একা এমন এত একা।

যমুনা

কী লিখব বৃষ্টির বিন্দু, আজ
কী লিখব গাছের ভেজা পাতা
কী লিখব নির্লিপ্ত দেবদারু?

সমস্ত শব্দেরা মাথা নিচু
সমস্ত শব্দেরা বড় চুপ
সমস্ত শব্দেরা হিমেনীল।

যৎসামান্য দুর্বলতাস্মৃতি
পদ্মের সুগন্ধ ছন্দ তার
জটিল ঝুরির অন্ধকার

লুণ্ঠিত কুণ্ঠিত পথরেখা
ছলো ছলো নির্বাসিত সিসু
আনাচে কানাচে কানাকানি

বাইরে পৃথিবীতে জল পড়ে
বাইরে পৃথিবীতে পাতা নড়ে
বাইরে পৃথিবীতে ঝ'রে যায়

শুধু তার নাম তার নাম।

এখনো

সেই কবে ফেব্রুয়ারী মাসে
একটি দুপুর দুটি পায়ে
বেঁধেছিল সোনার নূপুর

মনে নেই মেঘ ছিল কিনা
বৃষ্টি হয়েছিল নাকি খুব
বেজেছিল জলের সেতার

ছোট ঘর যেন সরোবর
একটি সুন্দর পদ্মফুল
টলোমলো ফুটে উঠেছিল

এখনো সুগন্ধ আছে তার
এখনো সুগন্ধ আছে তার
এখনো সুগন্ধটুকু আছে

সেই কবে ফেব্রুয়ারী মাসে
সেই কবে ফেব্রুয়ারী মাসে

যাওয়া

মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। ভিড় ফেলে কোলাহল ফেলে
দেবদারুদের নীচে ছায়াতলে একাকী দাঁড়াই।
শিরিষের শাখাগুলি রাশি রাশি ফুলে ভ'রে থাকে
এলোমেলো হাওয়া আসে বিদ্যুৎ চমকায়।
কষ্ট হয়। স্পষ্ট কিছু কারণ জানিনা। কষ্ট হয়।
পুরনো নিয়ম। এই হয়। কেউ ফেরেনা কখনো
কেউ কেউ। বলো হাওয়া, বলো বৃষ্টি, মেঘ
সস্নেহ শুশ্রূষা, বলো কেন যাওয়া, এরকম যাওয়া!

ছন্দে

একে বলবে পাগলামী তো? বলো।
ছন্দের বন্ধনে তোমাকে স্থাপন করলাম।

এই তোমার চোখ তোমার ঠোঁট
এই তোমার চিবুক কপোল
এই স্তন শাদা হাত দুপায়ের পাতা
খাজুরাহোকারুকার্য যন্ত্রণার নদী
দৃশ্যহীন স্পর্শহীন শ্রুতিস্মৃতিহীন
এই তোমাক শিলীভূত ছন্দের বন্ধনে
উদ্ভিন্নযৌবনা দেখ বাঁধিয়ে রাখলাম।

যাবে? যাও। রূপকথার দেশে। পারো যদি
ছন্দ ছিঁড়ে খুঁড়ে যেতে স্বরচিত জলে।

কাঁসাই

আমি তো দেখিনি কোনোদিন ওই চোখে
এতো সুগভীর নীল ছিল! লোনা জল!
এতো ঝড়ো হাওয়া এলোমেলো হাওয়া তোকে
কে দিল? শেখালো আমাকে লেখাতে, বল।

আমি তো এখন কাঁসাইয়ের তীরে থাকি
তুই কোন পথে এখানে এলি ও মেয়ে?
পাড় ধসে পড়ে, ওখানে দাঁড়ায় নাকি!
দুটি মৃতদেহ ভেসে যাবে নদী বেয়ে

এ কাহিনী আমি দেখিনি তো ওই চোখে।

অনুক্ত সংলাপ

হয়তো তুমি বলতে চেয়েছিলে।
হয়তো আমি বলতে চেয়েছিলাম।

দুপুরবেলার প্রখর তাপে তখন
দেবদারুদের হলুদ পাতার রাশি
দুটি জীবন ঢাকছে তো ঢাকছেই।

হয়তো তুমি বলতে চেয়েছিলে।
হয়তো আমি বলতে চেয়েছিলাম।

ছুটির ঘন্টা বাজছে তো বাজছেই
ভয়ের ছায়া জমছে ছায়ার পিছু
দুটি জীবন তখন দুটি পথে।

হয়তো তুমি বলতে চেয়েছিলে।
হয়তো আমি বলতে চেয়েছিলাম।

দিনের রাতের যক্ষ-মনস্তাপ
আজকে শোনায় অনুক্ত সংলাপ।

হাওয়া

পিপাসাকাতর চোখে
দিয়েছ স্পর্শ ওকে
তোমার ও দুটি চোখের।

তৃপ্তিতে তার তনু
অবশ ঃ মৌন মনু
বন্ধ সংহিতাতে।

তারপর তারপর ?
পাতা কাঁপে থরথর
হেসে ওঠে শুধু হাওয়া।

অনুশাসন

এই অবেলায় ওই কিশোরসুলভ চপলতা
ভীষণ বিপথগামী
স'রে এসো প্রায়প্রৌঢ় কবি
শুনছোনা নদীর স্রোত ছলচ্ছল শব্দে ভাঙে পাড়
অদৃশ্য ছায়ার ঘাড়ে হাত রাখছে অন্য এক ছায়া
অনুতাপদগ্ধনীল নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা কাঁপে
সমস্ত সৈকত জুড়ে তাতল সৈকত জুড়ে
মৃত ঝিনুকের রাশি ভাঙাচোরা ফেনা
সন্ধে হবে একটু পরে অন্ধকার সমুদ্র উত্তাল
অনেক লিখেছ
আর লিখতে গিয়ে মায়াবী প্রশ্রয়ে
ফিরেছো একাকী ঘরে
কেন কষ্ট পাও
যে আর ফিরবে না তাকে কেন ডেকে ডেকে
নিজেকে কাঁদাও !

একটি মুহূর্ত

সে শুধু তাকায় শুধু তাকিয়ে জানায়
এর নাম ভালবাসা। আমি তবু তাকে
বার বার বলি, বলো বলো না আমায়
এ তুমি কী করো ডেকে আমাকে, আমাকে ?

কী যেন সে বলবে ব'লে যেই চোখ তুলে
বৃষ্টি এনে ঢেকে দেয়, ডোবে চরাচর
গায়ত্রী ছন্দের মত গোধূলির ভুলে
একটি মুহূর্ত কাঁপে থরথর থরথর।

পাতালগঙ্গা

এপ্রিল সতেরো, তিন। উজ্জ্বল সকাল।
আকাশে বিসমিল্লা। সুরে সুরে মায়াজাল।
জড়িয়ে ধরেছে হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে
স্মরগরলের ব্যথা; কে এসেছে, গেছে?
ব্যাকুল হৃদয়গন্ধ ধূপ পুড়ছে ধূপ
গভীর গোপনে স্থির নিবিড় নিশ্চুপ।
ভিজেছে সর্বাঙ্গ জলে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে
পায়ের পাতার কাছে কিছু ওঠে ভ'রে
কোথাও! সকাল কাঁপে। সতেরো এপ্রিল।
সজল আনন্দ। নেই দুঃখ এক তিল?
'ছুটে এসে চেয়ে থাকা স্থির চিত্রার্পিত'
ছবিটিতে ধুলো পড়ছে। ঝাঁটিপাহাড়ী তো
চকখড়িতে শাদা হয় ঝ'রে ঝ'রে যায়
এপ্রিল সতেরো, তিন, পাতাল গঙ্গায়।

হৃদয়

কেউ কি ব'লেছিল? তাহলে হাওয়া
উড়িয়ে নিয়ে গেল যে পাতাগুলি
বৃষ্টি ধুয়ে দিল মাটির দাওয়া
কী ক'রে ভুলি আজ কী ক'রে ভুলি

কেউ কি এসেছিল? তাহলে পথে
এভাবে উড়ে পুড়ে কী হবে বলো
এভাবে চেয়ে থাকা সকাল হতে
বিকেলও যায় যায়, সন্ধে হলো

কোথাও যেতে কেউ বলেনি কিছু
ছায়ারা জমে এসে ছায়ার পিছু

তবে কে তাড়া দেয়ঃ চলো না চলো।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ

এই তো তোমার চোখের ভাষা ঃ ভূর ভুবঃ স্বঃ
এই তো আমার হৃদয়শিরায় প্রপন্নার্তি
বিশ্বব্যাকুল আকাশপাতাল অন্তরাত্মা
এই আবরণ দূর করো আজ দুঃসাহসে
নাগকেশরের কুঞ্জে দাঁড়াও হে গায়ত্রী

দাঁড়াও বাড়াও দুহাত বাজুক ছন্দোবদ্ধ
মন্ত্র তোমার চোখের ভাষায় সনির্বন্ধ
আমার মুক্তি তোমার মুক্তি আমার মুক্তি
ভূর ভুবঃ স্বঃ ভূর ভুবঃ স্বঃ ভূর ভুবঃ স্বঃ।

উৎফুল্ল গোধূলি

সারাদিন স্তব্ধতার পরে
হঠাৎ উঠেছে ঝড়ো হাওয়া
বিকেল বেলায়। চলো ঘরে।
খুব ভালো এই চ'লে যাওয়া।

সারাদিন ব্যর্থতার পরে
হঠাৎ অব্যর্থ এক আলো
দেখ ঝরে ঝরে আর ঝরে
এই তো সময়। যাওয়া ভালো।

সমস্ত দিনের ভুলগুলি
ফুল হয়ে ফুটেছে যেখানে
কি উজ্জ্বল উৎফুল্ল গোধূলি
অনুতপা হয়ে আজ টানে।

চিরদিন

এখনো এ মন কেঁদুয়াডিহির মাঠে
কোনো সন্ধ্যায় ব'সে থাকে চুপি চুপি
তিরিশ বছর আগেকার কালভার্টে
ছেঁড়ে আনমনে মুঞ্জা ও মধুকুপি

প'ড়ে থাকে ধ্যান প'ড়ে থাকে কম্বল
প'ড়ে থাকে জল জলে মনুসংহিতা
প্রৌঢ়কে ফেলে নিয়ে তার সম্বল
চিরকিশোরীকে—বহুদিন অপহৃতা

চ'লে যায় এক কিশোর, কখনো তার
বয়স বাড়ে না, চিরপিপাসিত চোখ
দুটি চোখে রেখে অনন্ত মল্লার
বাজায় ঃ বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি—; হোক

আমি ভেসে যাই ভেসে যাক চরাচর
প্রলয়পয়োধি নামুক ঃ বটের পাতা
পাতায় কিশোর! নির্ভয় নির্ভর
কিশোরী ঃ জানিনা কে যে আজ কার ত্রাতা!

নতুনচটিতে বৃষ্টি

নতুনচটিতে বৃষ্টি, আর্ত ও প্রপন্ন ঘন মেঘ
তুমি রেখে গিয়েছিলে, একটি গল্পের ভীরু মুখ
শিয়রে কি জলমগ্ন! জলের হাওয়ার তীব্র বেগ
পৌত্তলিক সমর্পণ; আজ যদি জানে তো জানুক

পুরনো পৃথিবী সব। জানুক কৌতুকী টেরাকোটা।
একটি সহজিয়া গল্প অজস্র জটিল রেখা তার।
নতুনচটিতে বৃষ্টি গাঢ় গোধূলিতে চমকে ওঠা
তুমি তত্ত্বাবধায়ক! ঝাঁটিপাহাড়ীতে অন্ধকার।

অসময়

দেখ তবে মুক্তিমুখী ওই পদ্ম তুলতে পারি কিনা
বদ্ধমূল বিশ্বাসের অলৌকিক নিরন্ধ্র গোধূলি
দেখ দিতে পারি কি না স্পর্শাতীত সকালের হাতে
আমাকেই যেতে হবে, আমাকেই পেতে হবে, কেবলই আমাকে
অন্তর্লীনতা থেকে উঠে এসে পরিচর্যাভারাতুর স্মৃতি
ব্যক্তিগত মধ্যবিত্ত অক্ষরবৃত্তের মধ্যে একা
স্থাপন না করলে এই বৃষ্টি ওই চোখের কাজল
ভুরুর ও মধ্যবর্তী টিপ ওই অধরের তাপ ধুয়ে দেবে
আর কোনোদিন কোনো প্রেমিক আসবে না
আবার প্রতিষ্ঠা করতে দেবীমূর্তি—এখন সদবিপ্র বড় কম।

গুঞ্জমালা

সমস্ত চোখ তুলে দেখেছে
কিশোরী এক
সমস্ত চুল খুলে রেখেছে
কিশোরী এক
সমস্ত দিন ভুলে থেকেছে
কিশোরী এক
রক্তগোধূলিতে এসেছে
কিশোরী এক

আমি যে তার নাম জানিনা
লিখেছি তাও
আমি যে তার ধাম জানিনা
লিখেছি তাও
আমি যে তার কিশোরও নই
দুপুর বেলার
ছুঁইনি তাকে ছোঁয়া যায়না
লেখা তো যায়

সমস্ত চোখ তুলে ভুলেছে
দিগ্বিদিকে
লুব্ধ মানুষ ক্রুদ্ধ মানুষ
দিগ্বিদিকে
সমস্ত মন কুড়িয়ে একি
আমার দিকে
অঞ্জলি তার! দ্বিধায় দীর্ণ
গুঞ্জমালা।

অভিজ্ঞতা

বুকে ক'রে বই খাতা পেরিয়ে চলেছে পথে পথে
এক রত্তি ছোটো মেয়ে বাড়ি স্কুল কলেজ ও বাড়ি
চলেছ কিশোরী নদী জলের সিঁড়িতে কোনো মতে
আগলে রেখে ঢেউগুলি, দেরি হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি!

কিসের ব্যস্ততা এত! তাকিয়ে দেখনা প্রাকৃতিক
অজস্র সম্ভার কতো আয়োজন কতো প্রবণতা—
জবাবদিহির টিলা মা বাবার তুমি তো মাণিক
শেখোনি পেরোতে, তাই? ব্যর্থ যে আমার শিক্ষকতা!

যৎসামান্য

না হয় বলেছি তুমি আমাকে প্রেমের কবি করো
চোখ তুলে তাকিয়েছি ঃ আজ এত ভুলের পালক!
এত জলভার। দেখ কতো ঝুঁকে রয়েছি কিনারে
দিনগুলি রাত্রিগুলি অবশ আঙুলে ছুঁয়ে যায়
আমার শরীর, ক্ষত, শুশ্রূষাবিহীন শুষ্ক চোখ
দৃষ্টির সম্পাতহীন ঃ না হয় বলেছি ভাষাহীন
যৎসামান্য দাও ওই উপচে পড়া ভৃঙ্গারের জল
তার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজতে হয় দুটি শাদা হাত
আমার আহত অনাহত শব্দ তামস নির্মাণ।

জন্মমৃত্যুময় পথে

আজ হয়তো এসেছিলে, সম্ভবতঃ আসতে যেতে পথে
থমকে চেয়েছিলে, আমি মনে মনে দাঁড়িয়েছিলাম।
মেঘলা ছিল মাঝে মাঝে বৃষ্টি এলোমেলো ছিল হাওয়া
কোথাও কাতর কোনো কথা ছিল কবিতার মতো।
এত তুচ্ছ সামগ্রিতে লোভ কেন তৃষ্ণা কেন কবি?
একদিন বিচার হবে ঃ ধর্মসভা সংহিতার পুঁথি
তোমাকে বিনষ্ট বলবে, সে কোথাও তখন থাকবে না
বাঁচাবে না এসে, তুমি তবু লিখবে অসার্থকতার পংক্তিমালা
তবু লিখবে? আজ হয়তো এসেছিলে থমকে চেয়েছিলে।
আমি জন্ম মৃত্যুময় পথে পথে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমাকে আমার কাছে

কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কষ্ট পাও খুব
বিভ্রম নিপুণা ওই প্রগলভ হাসির বর্মে ঢেকে
তুমি অশ্রুসিক্তা হও তুমি ব্যথাঅনুলিপ্তা হও
চুপি চুপি পায়ে পায়ে আসো রোজ শিয়রে আমার
স্পর্শ করো অন্ধকার আত্মসমর্পণে স্পর্শ করো
বিস্ময়বিহ্বল রাত্রি পরাগসম্ভব রাত্রি সম্বিত হারায়

কেউ না বুঝুক, আমি অনুভব করি, তুমি সম্মুখে দাঁড়াও
স্মেরাননা স্মিতমুখে বেদনার্ত দৃষ্টির সম্পাতে
করপল্লবের জলে সিক্ত পুষ্পহার নিয়ে ব্রততীর মতো
আমাকে ফেরাবে ব'লে আমাকে আমার কাছে এনে দেবে ব'লে।

মুখ

তুলে নেবো মাটি থেকে মেঘ থেকে
পাতার গা বেয়ে পড়া
বিন্দু বিন্দু জলকণা থেকে
অন্ধকার রেখা থেকে জ্যোৎস্নালেখা থেকে
তোমার পদ্মের মুখখানি
আতুর অঞ্জলিবদ্ধ
চেয়ে থাকবো শুচিস্মিতা চোখে
যেখানে সমস্ত নীল অন্তরীক্ষ
স্বর্গের লাবণ্য পারিজাত
মর্তের পুষ্পিত মায়া বেদনার্ত ব্যাকুল প্রহর
সুধাসিক্ত অধরোষ্ঠ
সমস্ত কুড়িয়ে নেবো হাতে
আজানু ভূস্পর্শ মুদ্রা প্রণতি মুদ্রায়

সেদিন আহত শব্দে কোনোমতে লুকোতে পারিনি
আজ অবয়বহীন জলে ভেসে যায়।

গুহামুখ

এই দেখ গুহামুখ, ভেতরে ধর্মের ছলাকলা
তোমরা দীক্ষিত যারা একে একে গিয়ে দেখে এস
আমি বাইরে ততক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম
বহু অভিজ্ঞতাভার পাথরে পাথরে রেখে যাব
তোমরা ফিরে এসে দেখবে যা বলেছি সব সত্যি কিনা।
স্তবকে রেখেছি সব, শব্দের ভিতরে, যদি খোলো
আবার পুরনো পুঁথি ষোলোটি শৃঙ্গারপূর্ণ শ্লোক
তাহলে মিলিয়ে নিও অব্যাভিচারিণী ভক্তি কিনা
আত্মহারা কিশোরীর কামগন্ধহীন প্রেম নিকষিত কিনা।

বাঁশপাতাচোখ

দেখা হয়েছিল। আজ স্বপ্নের মতন মনে পড়ে।
একটি শাদা জলপদ্ম উৎসুক কাজল কালো চোখ।
এমন তো কতো ঘটে ট্রামে বাসে নিকটে ও দূরে
কতো গল্প চিলেকোঠা নিষিদ্ধ দুপুর চেনা গলি
অচল সচল ছবি দোমড়ানো গ্রামের সরোবর
সরোবরে স্থির পদ্ম পাতায় জলের ফোঁটা কতো
পথ চলতে অনাহূত হোঁচট মচকায় জ্যোৎস্না রাত
ঘুমন্ত স্টেশন গঞ্জ লেভেল ক্রসিং রেলব্রীজ
টুকরো টাকরা ভালবাসা ভাঙা স্বপ্ন স্বপ্নের অসুখ
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভোরবেলার ব্যথিত বকুল
যাবজ্জীবন ঝরে মুঠো থেকে কার্যকারণের সূত্র ছিঁড়ে।

তবুও এক একটি কান্না প্রথম চিঠির মতো থাকে
এক একটি রোদের দাগ জলে ঝড়ে কিছুতে মোছেনা
সামান্য দেবদারুছায়া অলৌকিক শিল্প হয়ে যায়
জন্ম জন্মান্তরে বাঁধা পটে কাঁপে বাঁশপাতার চোখ।

এখন

যতই সবাই পথ ছেড়ে দাও মেঘলা দুপুর একলা বাড়ি
ট্রামের সিট ও বাসের স্টপের ধুলোর বালির সোনার নূপুর
চোখের ছায়া চোখের আলো সমর্পণের পথ অবরোধ
যতই পাটলকুসুম সুবাস তপ্ত নিদাঘ মত্ত করো
শ্রাবণঘন কদম্ব ও কেকায় নিশীথ নষ্ট করো
অমল ধবল কাশ কোবিদার কুরবকের নিবিড়তর
স্পর্শকাতর আর্তি ছড়াও রক্তাশোকের বসন্তদিন
আর কি পারি তার হাতে আর পৌঁছে দিতে আমার সাহস
এখন শুধু চোখের দেখা চোখের ছোঁয়া সনির্বন্ধ
ধর্মযাজক গন্ধরাজের স্বরাক্ষর ও মাত্রাবৃত্ত।

তোমাকে দেখা

তোমাকে দেখিনি
বহুদিন।
ভেঙে চুরে যায়
ওই মুখ
ভয়াবহ তাপ
প্রবাহে
সন্তাপে পুড়ে
যায় প্রাণ
কোথায় সে চোখ
ছলোছল
শাদা মেঘ ছায়া
বৃষ্টি
কোথায় সে মুখ
পৃথিবীর
ঘনীভূত স্নেহ
করুণা
কোথায় শিখরী
দশনা
তন্বী ও শ্যামা
কিশোরী
তোমাকে দেখিনি
বহুদিন।
তোমাকে দেখিনি
কোনোদিন?
তোমাকে দেখিনি
কখনো?

তালা

তাহলে আজ চ'লেই এলাম।
দরজা বন্ধ জানলা বন্ধ।
বাইরে তালা।
শিখিয়ে দিলাম বাড়িকে
কেউ এলে বলিস ঃ আমি জানি না।
কে আসবে? কে? শুধোয় ঝাউয়ের
ডালপালারা
মুচকি হেসে ফিচেল পাখি
বৃষ্টিরেখায় সজল পথের সঙ্গীবিহীন
একলা সিসু
কে আসবে? কেউ আসবে ব'লে গেছে কোথাও?
তোমার মতন হা পিত্যেসে
তাকিয়ে থাকতে তাকিয়ে থাকতে
কাউকে কক্ষণো দেখিনি।
দেখবে কোথায়
রহস্যময় এই যে জীবন
কোথায় পাবে।
বিদায়। এবার ফিরবো কিনা
তাও জানি না
বেরিয়ে এলাম।
ব্যর্থ ধূসর
দরজা বন্ধ জানলা বন্ধ
বাইরে তালা।

মরুপথিক

তার কোনো দোষ নেই। সে আমাকে বলেনি কিছুই।
আমিই এতোটা ঝুঁকে ছুঁতে গেছি বহু নীচে জল।
কোথাও তো এর বেশি কিছুই কাহিনী নেই আর।
তাহলে এমন মেঘ এতো হাওয়া এতোদূর হাওয়া!
যেন কেউ কোনোদিন হাতে ছুঁয়ে দেখিনি কাউকে
এমন শরীরহীন মরুপথিকের মতো বহুদূর যাওয়া
পশম কাপাসহীন উটহীন দিকচিহ্নহীন।

সব পথ রুদ্ধ ক'রে

যেন আসছি ব'লে কেউ রেখে গেছে
তার জলমণ্ডলের মুখ
আমার অঞ্জলিবদ্ধ, চোখের মণিতে দৃষ্টিভার
সোনার নূপুর ধান ছায়া স্পর্শ কৌতুকপ্রবণ
ওষ্ঠের হাসির রেখা
রেখে গেছে চৌকাঠের ভেতরে কাতর অনুনয়
সান্ধী উন্মীলিত পদ্ম
গ্রামের প্রাচীন সরোবর
ঝর্ণা টিলা সিঁথিপথ রাধাচূড়া নদী
সব ঢেলে ফেলে রেখে চ'লে গেছে
আমাকে যেখানে
সেখানে আহ্নিক নেই সন্ধ্যা নেই
গঙ্গাযমুনার টান নেই
ধর্মাধর্মহীন দিন মনোকষ্ট খরা
আমার শরীরভরা
যেন আসছি ব'লে চ'লে গেছে
কেউ কোথাও, তার ভেজা জলমণ্ডলের ঝাপসা মুখ
আমার অঞ্জলিবদ্ধ
ওতপ্রোত স্নায়ুতে শিরায়
সব পথ রুদ্ধ ক'রে রক্তঝুরিশিকড়েরা নামে।

দিব্যাচার

কী হবে চন্দনগন্ধে সোনার সেতারে পদ্মফুলে
কদম্বে ও কুরুবকে কী করব উজ্জ্বল লোধ্ররেণু
কাকচক্ষু সরোবর নভোনীল চন্দ্রলেখা ধনু
অন্তরীক্ষ সুধাম্বর অনুক্তসংলাপ বিহ্বলতা
কী আর দেবে, না এলে সে না এলে, সরোদের জল?

স্মৃতিসিক্ত শব্দে তার অন্ধকার নূপুর স্পন্দিত!
প্রচ্ছন্ন জবায় জ্বলে লোকোত্তর আশ্চর্য কাহিনী
কৌশেয় বসন তীব্র জটাভার মন্ত্র উচ্চারিত
সে আসবে সে আসবে ব'লে এত সজ্জা এত সমারোহ!

দিব্যাচারে ব'সে থাকো, উজ্জ্বল সোনার শ্লোক স্তব
জ্ব'লে জ্ব'লে নিভে যাক, কা তে স্তুতি, দিব্য অন্ধকার
কে কাকে যে স্পর্শ করবে কে কাকে দুচোখে দেখবে, কেউ
জানেনা, জানিনা, আমরা
পেরোচ্ছি কাম ক্রোধ মোহ লোভ।

পথে

আমার দুঃখের কথা থাক।
তোমার আনন্দকথা বলো।

কতোদিন দেখিনি তোমাকে
কতোদিন ভালও বাসিনি
শুধু গেছে দিন রাত্রি দিন
বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম বারোমাস

আমার কষ্টের কথা থাক।
তোমার সুখের কথা বলো।

এই ভাল এই বেশ ভাল
আমাদের দেখা শুধু পথে।

সহজ

কিছুই সহজ নয়। চোখে চোখ রাখা?
হাতে হাত! মনে রাখা এমন গোধূলি
এমন পাখির ডাক স্মৃতিসুধামাখা
সহজ কি ধ'রে রাখা জলকণাগুলি?

কিছুই সহজ নয়। কতো প্রিয় মুখ
ভেঙে যায় ঝ'রে যায় নদীর কিনারে
ফিরে না আসার দুঃখ মিলনের সুখ
কে কোথায় মনে রাখে? বাজায় সেতারে!

কিছুই সহজ নয়। কিছু সহজ নয় আজ।
জটিল ঝুরির মতো ভয় নামে মেঘ ঢেকে আসে
হাসে সব সুতামিতরমনী সমাজ
ছায়ার মতন কারা হাঁটে চারপাশে!

কিছু সহজ নয়? তাহলে বিকেলে
কেন এ বাউল হাওয়া? কেন এ নূপুর?
কেন এ গেরুয়া মেঘ স্মৃতি যায় ফেলে
কে না বাঁশি বায়ে বড়াঙ্গি সুমধুর!

দুর্ঘটনা

পাগলের মতো ব'সে থাকে দুটি আত্মহত্যাকারী
ছন্নছাড়ার ছায়াতরুতলে দুলে দুলে দুলে লতা
আমি চিনি, ওরা খুবই চেনা, তবু এখন কি আর পারি
ফেরাতে ওদের? দুজনেই জানে এ নদীর গভীরতা।
একটি পুরুষ, ভালবাসা ছাড়া ছিল না আচ্ছাদনও
অন্যটি নারী, ভালবাসা ছাড়া এখানে কখনো আসে?
এ পৃথিবী পায় একবারই আর পায়না তো কক্ষণো
দুটি মৃতদেহ গন্ধেশ্বরী কাঁসাইয়ের জলে ভাসে।

নাম

তুমি তো ভুলে গেছ
আমার মনে আছে।

এ বড় ভারাতুর
এ বড় বেদনার

তুমি তো চ'লে গেছ
আমার হাতে ভার

বিশাল শূন্যের
নাকি এ পূর্ণের!

আমার মনে আছে
তোমার ভীরু নাম।

আঘাতে আঘাতে

কে বাজায় কী ভাবে বাজায়
জানিনা। সংশয়, সে কি শুধু
তোমার সোনার সূক্ষ্ম তারে
বারে বারে করেই আঘাত?

আঘাত করতেই হবে জানি।
শুধু ভাবি আঘাতে আঘাতে
কতোখানি গড়ায় ছড়ায়
তোমার সত্তার ঘন নীল

সহস্র গ্রন্থির পরপারে
সে কি দেখে তোমাকে, দেখায়
আনন্দের অনির্বচনীয়
পরাগসম্ভব রাত্রিজল!

গল্প

একটি কিশোরী এ রকম ক'রেছিল।
না জেনেই কিছু। অনেক বছর পার।
ঢের বেশি জল মেঘে মেঘে ঝ'রেছিল
ভেসে গিয়েছিল গ্রাম গ্রামান্ত তার।

একটি কিশোর এরকম ক'রে একা।
একটি যুবক এরকম ক'রে সুখী।
একটি প্রৌঢ় ধ'রে আছে তবু লেখা
দুটি নদী আজ এভাবে মোহনামুখী।

মন্ত্র

এ আমার অনর্জিত
প'ড়ে থাক রাতের পথে।

এ আমার বিপথগামী
কবিতা, দরজাটা দাও।

এ আমার অস্বাস্থ্যকর
এ আমার আত্মঘাতী

নাগরিক সাত্ত্বিকতা
চণ্ডাল গঙ্গাতীরের

শাদা চোখ দেখুক না হয়
কী ভাবে পৌত্তলিকে

প্রতিমায় রক্ত ছোটায়
চিরকাল মন্ত্রবলে।

জলে

এখনো দেখিনি সুন্দর
অনাহত প্রিয় স্পর্শ
মদির সিক্ত চুম্বন
মৃদু অনুক্ত সংলাপ
সুগন্ধ ও সুগন্ধ

কবে থেকে যেন খুঁজছি
দুজনেই পরস্পর
স্থাবর এবং জঙ্গম
যৌথ অন্তরীক্ষ

কতোদিন হলো কতোদিন
জন্ম মৃত্যু জন্ম

তোমাকে দেখিনি সুন্দর
সে কথাই জলে লিখলাম।

একটি মেয়েকে ঘিরে

মেয়েটি জানেনা তাকে নিয়ে কেউ কবিতা লিখেছে আজ।
সে তো বিকেলের প্রসাধন সেরে সন্ধ্যার দরজাতে
দাঁড়ায়। হারায়। চাঁদ ওঠে ডোবে। আকাশ তো গেরুবাজ।
মেয়েটি জানেনা কবি কড়া নাড়ে বহু দূরে দ্রুত হাতে।

দুহাতে বিষের গ্লাস কেড়ে নিতে নিচু হয়ে আসে মেঘ
উড়ে উড়ে আসে একটি ঘাসের শীষের শিশিরকণা
নখে দাঁতে ছেঁড়া ত্বকে ক্ষত দেখে পাখিদের উদ্বেগ
অর্বাচীনের মতো কবি বলে ঃ কোনোদিন ভুলবো না।

চ'লেই যাই

এমন ক'রে বলবো না?
কেমন করে? বলবে কি?
কিছুই তুমি শেখাও না।

কেবল লেখো আমার নাম
জলের বুকে। তার মানে?
কিছুই তবে থাকবে না!

যেমন ক'রে বলতে চাও
যেমন ক'রে বলতে চাই
শুনবে না কেউ শুনবে না

আমরা চলো চ'লেই যাই।

আজ

আমি সমর্পণপ্রিয়।
তুমি হাসতে হাসতে হাসতে চ'লে গেছো।
স্মৃতিধার্য ক'টি নীল মুহূর্ত
ধূসর হয়ে আসে।
ও পথে কি রাধাচূড়া সারি সারি ফুটেছে এখন!
কাঠজুড়িডাঙার বাসস্টপ
ঝাঁটিপাহাড়ীর বাসস্টপ
জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি বাসে ভিড়ের ভিতরে
কখনো মুখর
মৃণালবিহীন পদ্ম
ধীরে ধীরে সব জলমগ্ন হয়ে আসে
আজ
উৎফুল্ল গোধূলি ঘিরে
গেরুয়াগান্ধার কারুকাজ।

রেবা

ঘরে ফিরে এলে কোনোদিন
চোখেই পড়েনি এতো ঋণ
জ'মে জ'মে হয়েছে পাহাড়

পথে পথে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কখনো গেছি কি এতো দূরে
বুকের পাঁজর ক'রে দাঁড় ?

কে আগে কে আগে যাবে—নিয়ে
কথাগুলি বানিয়ে বানিয়ে
দুজনে দুজনকে দিই ফাঁকি

এই ঘর এ বাগান সব
পৃথিবীর স্নেহকলরব
তুমি ছাড়া মানে আছে নাকি ?

তোমার সমস্ত দেওয়া হলো
আমাকে আবার আসতে হবে।

ঘাস

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে ঃ আমি চেয়ে থাকি
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ঢেউ আসে ঃ আমি ভিজে যাই
অন্ধকার বৃষ্টি পড়ে ঃ কলিংবেল বেজে উঠল নাকি!
কলিংবেল বেজে উঠল ? কলিং বেল! বৃষ্টির সানাই।

একটু একটু ক'রে মোছে মেঘেদের রোদ্দুরের তুলি
একটু একটু ফিকে হয় স্বরচিত আত্মঘাতী রেখা
দক্ষিণ সমুদ্র, তুমি এতো ডাকো—কী ক'রে যে ভুলি
কী ক'রে যে মনে রাখি নতুনচটিতে একা একা

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে ঢেউ আসে সজলতা আসে
এ হৃদয় ছেয়ে যায় রোমাঞ্চিত ঘাসে ঘাসে ঘাসে।

সহজিয়া

তুমি কি গ্রামের দীঘি
টলোমলো জলের সরোদে
বেজে ওঠো রোজ!

তুমি কি চঞ্চল পাখি
আমার বাগানে ডানা মুড়ে
এসে বসো
নাও কার খোঁজ?

যেন হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে!
যেন নামলে স্নান করা যাবে!
আমাকে মৃণাল ক'রে
ফুটে ওঠা কতোই সহজ

বলো, বলো।

তোমাকেও

তোমাকেও ঈশ্বরী ভাবলাম!

তুমি কি মানুষী ব্রণ শিরা
রক্ত চলাচল কৌতূহল
বিরোধাভাসের ও রুচিরা
অন্ধকার তমসার জল!

কৌতূহল এবং কৌতুক
তার জন্যে এত স্বেদ ঝরে
নিষিদ্ধ যন্ত্রণা অভিমুখ
আমার সাকার চরাচরে

তোমাকেও ঈশ্বরী ভাবলাম।

পড়ো

তোমার জিজ্ঞাসা নেই, কথা নেই, কোনো কথা নেই?
কেবল চোখের নীল কেবল চোখের লাল কালো
আমি পড়তে পারিনা ও মুগ্ধ ও দুর্বোধ্য পুঁথিখানি
হন্যে হয়ে ফিরি গঙ্গা গোমতী নর্মদা যমুনায়

মুগ্ধ ও দুর্বোধ্য পুঁথি আমাকে অবশ ক'রে রাখে
হাওয়া রোমাঞ্চিত ওর পাতা ছুঁয়ে মাটি থরো থরো
যেন জন্মান্তর, জ্বর সমস্ত শরীরে,—তুমি পড়ো
আমাকে শোনাও, আমি বেঁচে উঠি দুটি শাদা হাতে।

তিলপর্ণী

এখন অপেক্ষা নেই বুকে কোনো দুরু দুরু নেই
চোখের পিপাসা নেই দরজা খোলা নেই
ভিড়ে কোলাহলে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নেই
উথালপাথাল সেই হাওয়া নেই, খুব ছোট ঘরে
পা ঝুলিয়ে বসা নেই, ডাইনিং টেবিলে একা নেই
কেউ কফি হাতে,
বুকে ধূপের ধুনোর গন্ধ নেই
মেঘ প'ড়ে আছে
রোদ প'ড়ে আছে কিছু ছায়া প'ড়ে আছে
ম্রিয়মান হলুদ পাতারা
ভাঙাচোরা মুখ চোখ চিবুক
ঠোঁটের
ছোট সেই তিল নেই
পিপাসার্ত অধর ওষ্ঠের।

আর

এক পা রেখেছো ঘরে
এক পা সাহসে ভ'রে
ছুঁয়েছো আমার জল

ও মেয়ে, আমি কি নদী?
ওপায়ে জড়াই যদি
ভালো না এতো সরল।

দুচোখে ছুঁয়েছো সব
পরাজয় পরাভব
করেছো গলিত সোনা

আনন্দধারা নামে
একটি চিঠির খামে
কোনোদিন পড়বোনা

একটি মায়াবী দুপুর
ফেলে গেছে তার নূপুর
এই খুব ছোট ঘরে

উথাল পাথাল হাওয়া
মুছে সব দাবী দাওয়া
স্মৃতিভারাতুর করে

ও মেয়ে, ও আনমনা
আর ভালবাসবোনা।

হ্লাদিনী

যে তুমি সমস্ত পদ্মে বীজে
রয়েছো যে তুমি সব জলে
সমস্ত মৃত্তিকালগ্ন স্থলে
আকাশে যে তুমি নিজে নিজে
ফুটে আছো হয়ে এতো তারা
ওকি শুধু ও-ই সৃষ্টিছাড়া?
তুমি তার হৃৎপদ্মে নেই?
আমার গায়ত্রী সন্ধ্যা নাম
যদি ডাকে কখনো তাকেই
তুমি কি দেবেনা তবে সাড়া!

ছায়ার সঙ্গে

যেন কোথাও কেউ ছিলো না; আমার ছায়াও
আমার সঙ্গে রগড় ক'রে লুকিয়েছিল
যেন কোথাও
মস্ত দুপুর দীর্ঘ দুপুর ব্ল্যাকবোর্ডে
চকখড়ির গুঁড়োয়
ভরিয়েছিল যবনিকায়
চিত্রকল্প রূপকল্প
যেন দুটি দেবদারু গাছ ইচ্ছে ক'রে ঘুমিয়েছিল
মস্ত মস্ত জানলা দিয়ে
পাহাড়চূড়োর জটিল ছবি
সহজ হাওয়া রৌদ্রছায়ার চতুর তুলি
অলক্ষে এক গল্প এঁকে
কৌতূহলে হারিয়েছিল
দীর্ঘ সিঁড়ি উঠতে নামতে
ছন্দপতন হয়নি কোথাও
আচম্বিতে টের পেয়ে যাই কেউ কোথা নেই
কেউ কোথা নেই
ছুটির ঘণ্টা পাতার শব্দ টুকরো টুকরো
চতুর দৃষ্টি কৌতুকের হাসি তিলের চিহ্ন
কেউ ছিলো না?
দেবদারু গাছ, কেউ ছিলো না?
অবিশ্বাস্য!
এখন ছায়ার সঙ্গে আমি পরিব্রাজক
ভেট দ্বারকায়।

হাতে ধ'রে

আমার তো মনে নেই।
তোমার?
এখন
দ্বিধায় বিভক্ত পথরেখা।
নির্বিকার একলা পথতরু।
রাধাচূড়াগুলি সহ্যশীল।
আমার যে মনে নেই —
তোমার?
কখন
হাতে ধ'রে
লিখিয়ে নিয়েছো
অকৃতার্থ অনন্ত গোধূলি!

তার নাম

কোথাও ছিলোনা তো নদী
কিনারে ঝুঁকে থাকা কেউ
কথাই ছিলো না তো, যদি
তবুও আসে! হাওয়াতেও

এমনই মনে হয়! আর
কাহিনীহীন রাতদিন
চতুর হাতে কবিতার
গভীরে রাখে তার ঋণ

আঘাত করেনি সে হেসে
যা ছিলো দূরে আজো দূর
যা ছিলো কাছে আসে ভেসে
তেমনি রয়েছে এদুপুর

তেমনি রয়েছে তো ছায়া
সজল ঝরো ঝরো মেঘ
তেমনি গোপনতা মায়া
অশ্রু লেখা উদ্বেগ

কোথাও ছিলোনা তো তার
মর্মছোঁয়া কোনো নাম
চতুর রাতে কবিতার
গভীরে তবু লিখলাম।

চৌকাঠ

একজন কিশোরের কোনোদিন বয়স হলোনা
তার ভয় পরাজয়, অর্থহীন ব্যাকুলতা ব্যথা
বকুলগন্ধের ঘূর্ণী থরো থরো জলের শিহর
বালির পরতে সিক্ত সফেন সৈকত চিরকাল।
একজন কিশোরের অপেক্ষাকাতর অভিঘাত
চোখের জলের ফোঁটা টলোমলো পদ্মের পাতায়
একটি সজল গল্প ফুরোলনা অননুশীলিত
অন্ধঅবিস্মরণীয় জীবনের অনুক্ত সংলাপে।
একজন কিশোরীকে কোনোমতে বোঝানো গেলনা
কেবল চোখের শিল্পে সে ভেজালো মুখর অঞ্জলি
কেবল চোখের শিল্পে জাতিধর্মনির্বিশেষে দিলো
সোনার মোহরগুলি ঃ কবি রইল প্রবাসবাংলায়
পাণ্ডুলিপি প'ড়ে রইল প্রবাসবাংলায়
পাণ্ডুলিপি প'ড়ে রইল পৃথিবীর পুরনো নিয়মে।
এইসব দুঃখ দাহ কবি লিখবে যতটুকু পারে
কারুকার্যে ভ'রে তার আলো ছায়া ওতপ্রোত স্মৃতি
দাবিদাওয়াহীন হাওয়া সিসুর শাখায় সামাজিক
আত্মহারা দুপুরের শূন্য কোনো সঙ্কেতবিহীন
কোমল গান্ধার ঃ অন্ধ বধির পিপাসা পরমায়ু
প্রিয় প্রতিশ্রুতি জন্ম জন্মান্তর কিশোরী নায়িকা
কবি লিখবে প্রতিরাত্রে অনঘশৃঙ্গার চিহ্ন শ্লোক—

আমি থাকব আত্মঘাতী গোধূলির নির্জন চৌকাঠে।

অনন্যধর্মা

কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা? কেদারনাথে?
পাগল। গ্রামের দীঘির ধারে পদ্মফুলের
গন্ধে বিভোর
নীল কিশোরী।
তখন আমার অবচেতন মনের তলে
ধর্ম ছিল বর্ম ছিল স্বপ্ন ছিল ভেট দ্বারকার।
হঠাৎ পশম কাপাস ছেড়ে বরফঝড়ের মূর্তি
তোমার
গুহায় গেল
বাইরে আমি
অনন্তকাল কোদাইকানাল পাইনবনে
শ্যাওলা দামে ঝর্ণাধারায়
পাথর থেকে পাথর ডিঙে
মৌন টিলায় রাত্রি বিলোয় দুহাত ভ'রে
আনুষ্ঠানিক আনন্দলোক
নীল কিশোরী
তোমার আসন পাতাই আছে
গুহার ভেতর আধার শক্তি
সাধ্য কি যৎসামান্য নেবো!
তোমার সঙ্গে শুধুই দেখা চোখের দেখা
তাই বা কোথায়
কোথায় হে অনন্যধর্মা!

নিথর

দিন গিয়েছে অন্বেষণের গিয়েছে সব রাত
এখন দিনের রাতের পারে বাড়িয়ে আছে হাত
জড়িয়ে আছে লতাপাতার জঙ্গলে তার দেহ
মেঘ ডেকে যায় শুধোয় হাওয়া বৃষ্টিরা দেয় স্নেহ
অপর্যাকুল আলোয় ঢাকা নিহত তার মুখ
বিস্মরণের আকাশ ঢাকে প্রত্যহ উৎসুক
কেউ চ'লে যায় গভীর গোপন কেউ জানেনা, একা
কেউ ফেরেনা আর কোনোদিন ছাড়িয়ে সীমারেখা
কোথায়? কোথায়? হাহাকারের একগলা নির্জনে
একজনা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ভালবাসার পণে
বোকার মত তাকিয়ে থাকে মৌনটিলায় শুধু
জল পড়েনা দুচোখে তার সব চরাচর ধূ ধূ
দিন গিয়েছে রাত গিয়েছে সোনার সকালগুলি
এই গোধূলি প্রতিমা চায় নিথর কুমোরটুলি।

উৎসর্গ

তুমি এতো জানো! দেখ বিস্ময়ে বিহ্বল রাতগুলি
কোথাও তো নদী নেই তবু জল ছলচ্ছল কাঁপে
কোনোখানে নৌকো নেই তবু দ্রুত দাঁড়ের মন্দিরা
অপার্থিব আশ্লেষের স্পর্শাতীত আগ্নেয় পিপাসা
ছড়ায় গড়ায় জ্যোৎস্না প্রণতিমুদ্রায় সারারাত—
তুমি এতো জানো! আমি বৃথাই প্রপন্ন পাণ্ডুলিপি
তোমাকে তোমার নামে পুণ্যাতুর উৎসর্গ করলাম।

কথাগুলি

'কোনো কিছু নেবো না তোমার'
মনে পড়ে? মনে পড়ে? পড়ে?

কিছুই নিইনি কোনোদিন।
নিইনি? দুহাতে কেন তবে
এত ভার স্মৃতির সম্ভার?
তাহলে কি না নেবার ছলে

হৃদয়ের অন্ধকরতলে
কেঁদেছিল ব্যাকুল প্রার্থনা!

জানিনা। জানিনা। তুমি জানো?
তাই কথাগুলি ছিল করুণা মাখানো!

কবে

এমন সহজ হলে সবাই তো ঘর ছেড়ে যাবে!
যাবেই তো। তবু দরজা কোনোমতে কিছুতে খোলেনা।
কি যে দ্রুতবেলা যায়! টের পাও? পেলে
এভাবে আমাকে ফেলে তিরুচিরাপল্লীতে যেতে না
হাহাকারময় এক সাকার মাঠের মধ্যে একা
আমি। কবে দেখা হবে? কবে দেখা হবে শুধু!
সহজেই খুলে যাবে আমাদের গ্রন্থিবদ্ধ ভুল!

যদি আজ

রেবাও পারছে না রাত্রি, তুমি দোষ নিওনা সে যদি
আমাকে দেখাতে বলে সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপি
আমিও বোঝাই যদি টেরাকোটাগুলি যত্ন ক'রে
যদি গুপ্ত শিখা খায় ফল্গুধারা মন্দিরের পাশে
আকাশ, মার্জনা করো মৃদঙ্গবাদিকা, তুমি যেন
চঞ্চল হোয়োনা যদি শুষে নেয় পিপাসার্ত জিহ্বা সব জল
যদি ক্ষতস্থানে ফের জেগে ওঠে অলৌকিক খিদে

রেবা কি পারছে না? রাত্রি, আমি তাকে প্রেমেরও অধিক
আকাশ দিয়েছি তাকে নিয়ে গেছি অসম্ভব দ্বীপে
অপার্থিব গয়নার নৌকোয়ঃ আজ সে আমাকে যদি
দু'হাতে আড়াল করে বুকে তুলে নিতে সেই দেবী
তুমি তারও দোষ নিয়ে অন্ধ ক'রে দিওনা দেবতা

সে দেখুক আক্রমণ সে দেখুক আক্রান্তের জ্যোৎস্নাতুর ক্রোধ
পাথরের শিরা ফেটে কি কোমল লেলিহান দীপ্যমান শিখা
যা আমি দেখেছি ঢের দিব্যরাতে উদ্দীপক স্বর্গীয় গুহাতে

পুঁথিলগ্ন হাতে হাত রেখে ও কিশোরী আজ সর্বস্বান্ত করে তো করুক।

শুধু এই

এবার মোহনামুখী। উজানের টান নেই। তুমি
অসময়ে এলে। নয়? আমার আশ্চর্য লাগে খুব
সে রকমই সংবেদন সে রকমই সংসক্ত মুখর
তাহলে কি তুমি সব সীমারেখা মুছে দিতে পার!
তবে দাও। আমি দেখ শরণাগতিতে কতো স্থির
কতো মুগ্ধ চেয়ে আছি নিষ্পলক অতৃপ্ত বধির
স্রোতের গোপন টানে একই সঙ্গে গ্রহণে বর্জনে
তীব্র স্ববিরোধে স্থিরতর ভাসছি এই জলমণ্ডলে তোমার
শুধু এই। এর বেশি আধুনিকতাকে আমি প্রশ্রয় দেবনা।

সমিধপ্রার্থীকে

এভাবেই যদি আমি নিয়ে যাই তোমাকে আমার
কাঞ্চনজঙ্ঘায়? আর কিশোরী কি, যুবতী হয়েছো
যদিও অতল, তবু রহস্যের জলে স্নান করেছো ঝর্ণায়
জেনেছো সুন্দর আছে অসমসাহসী বুকে নিষ্ঠুর আরোহে
দেখেছো দুর্লভ আছে মর্মমূলে দৈবের সমীপবর্তী স্থির
আমি তো অবাক তুমি অনায়াসে এতো তাড়াতাড়ি চলে গেছ
চূড়ান্ত শীর্ষের কাছে অনিঃশেষ সিদ্ধির প্রহরে দল মেলে
শত ও সহস্র, ছুঁড়ে দিতে দিতে মোহর ও মায়াবী গোলাপ
দ্রাক্ষাবন চর্ম বর্ম গথিক গম্বুজ দীর্ঘ সারি সারি ঝাউ
অস্পষ্ট ধূসর নীল ঝরোকা পাথর প্রতিহারিণী দু'হাতে
কী করবো এসব নিয়ে? যদি দিতে শুধু একটি আগুনের সাঁকো!
সমিধপ্রার্থীকে একটি টলোমলো ধর্মভীরু বিশ্বাসপ্রবণ বৃষ্টিসাঁকো!

সাহস

আমার সাহস কই, চিরকাল ভীতু।
তোমার? নির্ভর ক'রে আছি দেখ একা।
তাহলে রোদ্দুর থাকতে থাকতে হেঁটে যাই
তাহলে বৃষ্টির বিন্দুগুলি নিই হাতে
তাহলে অরূপকথাবিজড়িত বেলা
ছুঁয়ে চলো বসি গিয়ে সন্ধ্যার নদীতে।
আমার বন্ধুর মত নদী আছে, জানো?
তোমার? বন্ধুর মত বৃষ্টি আছে? তবে
খুব ভালো। চলো চলো আমরা দুজনে
যথারীতি পৌত্তলিক নিরঞ্জন জলে
ভেসে যেতে যেতে ধরব পরস্পর হাত
তখনই আকাশ মুচড়ে ঘন মধ্যরাত
নেমে আসবে অগ্নিবর্ণ আলোকসঙ্কাশ
স্বেচ্ছাচারিতার দিব্য লক্ষে লক্ষ তারা
বলবে : দেখ দেখছ কতো দুঃসাহসী ওরা!

জল

ঈশ্বরীকে ভালবাসলে মানুষের কপালে কী আছে
জানে না পুরাণ নদী আধুনিক পুঁথি পথতরু
তুমি যার নাম নিলে সহসা সমস্ত সন্ধ্যা ফেলে
তুমিই দিয়েছ তাকে ঈশ্বরীত্ব ত্রিলোক মন্দির লাল জবা
এ রকম প্রপন্নার্তি রক্তকোকনদে কাঁপে জলে
এবং পৃথিবী খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে তার স্পর্শ পেতে চায়
অসমসাহসী জল পার্বতী নদীতে নেমে চমকে ওঠে ভয়ে
আর আমার কষ্ট হয়, দুরন্ত দুপুরগুলি দু'হাতে ফিরিয়ে
তোমার ওহাতে তুলে দিতে দেখ আমার অন্তিম দুঃসাহস
তুমি হাসো কৌতূহলে বহুদূর থেকে আমি যন্ত্রণাকাতর
অবোধস্মৃতির ভারে জেগে উঠতে চাই স্থির বিশ্বাসের জলে।

প্রচ্ছদপ্রহর

আজ স্মৃতিপথে পথে বৃষ্টি পড়ে নিষিদ্ধ যন্ত্রণা
আজ মেঘলা সকালের মনোভার অপর্যবসান
একটি মুখমণ্ডলের রেখা রঙ ভেঙে চুরে যায়
একলা মনে মনে ঝাপসা ছায়াঘরে পদ্মের পাতায়
নিজেকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত লাগে

তাহলে কী করব আমি? লিখবো? নাকি সুগন্ধীসুন্দর
তেরটি সকাল ধ্যানে তুলে আনব? কথা বলব? ওকি
চূড়ান্ত সাহসে বলবে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কথাটি
বৃষ্টি বৃষ্টি সব ঝাপসা ঝ'রে পড়ছে প্রচ্ছদপ্রহর
সে এসেছে চলে গেছে সম্ভাবনা অকালবোধনা

যজ্ঞাগ্নি

এই পাণ্ডুলিপি রইবে চিলেকোঠায় ধুলোয় বালিতে।
আমার গোপন পাণ্ডুলিপি। কেউ কখনো জানবে না।
পুরনো বাস্তুর মত কাঁটালতায় ঘাসের জঙ্গলে
সাপের খোলসে ভাঙা পাঁচিলে প্রেতের মত। তুমি
কখনো জানবেনা কার অতীন্দ্রিয় রাতের তুষারে
হিমেনীল শব্দগুলি কেঁপেছিল ওতপ্রোত শরীরী ভাষায়
স্বরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তে ভাঙাচোরা জলবৃত্তে বিরোধাভাসের
রূপমুগ্ধ রুচিরায় রহস্যনিবিড় পদ্মে জ্যোৎস্নাভেজা দলে
কখনো বলবেনা দুটি প্রাচীন শিরিষ গেটে সাক্ষী দেবদারু
গ্রামের আরক্ত পথ দুর্জ্ঞেয় দিগন্ত ঝর্ণা নীলাভ পাহাড়
একজন পুঁথিলগ্ন মানুষের গোপন টানের চোরা স্রোত
তোমাকে। বলবে না? কেউ আসছি ব'লে চ'লে যায়। সে কি
এই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ শাদা পথরেখা পদ্মসঙ্কাশ আনন
কিশোরীর করপুট অকূল অঞ্জলি? কবি করজোড় কাঁসাইয়ের তীরে
জ্ঞানের যজ্ঞাগ্নি থেকে উঠে আসবে সচুম্বন কলহান্তরিতা।

একটি সকাল

সমস্ত সকালগুলি ভেসে গেছে। আজ যদি স্থির দিব্য থাকো!
নিশাবসানের এই আলো থাক। মহতি বিনষ্টি থেকে বাঁচি।
সমস্ত সকালগুলি ঝ'রে গেছে পথে পথে ধুলোতে বালিতে।
তিতিক্ষা সার্থক ক'রে চরিতার্থ ক'রে আজ দুটি করতলে
একটি সকাল দিলে রক্তপদ্মসন্নিভ সুন্দর!
একে নিত্য স্থির রাখো অপরিণামের জলমণ্ডলে তোমার
কলাকাষ্ঠাস্বরূপিনী কিশোরী, স্রোতের বাইরে রাখো
তোমার আনন্দরসে তোমার আনন্দগন্ধে তোমার আনন্দরূপে থাক
একটি শুধু একটি এই সকাল। তাতে ভেঙে যাবে সমস্ত রচনা?

সে এসেছিল

সে এসেছিল। সে এসেছিল। সে এসেছিল।
সমস্ত আকাশ এবং নক্ষত্রলোকে ঝঙ্কৃত হচ্ছে এই সুর।
রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় কথাগুলি
অনন্যচিত্তের অভিমুখে বাজতেই থাকে
কেউ তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না
কেউ তাকে পুড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে না
কোনোকিছুই তাকে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে না
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে অনাহত
সে এসেছিল। সে এসেছিল। সে এসেছিল।
অনন্তনিথর তার সেই আসা
দু'চোখের পিপাসা সার্থক ক'রে
একটি ঘাসফুলে একটি বৃষ্টিবিন্দুতে
চোখের হাহাকারের একটি ফোঁটায়
টলমল করছে আজও।
সমস্ত অন্তরাত্মায় অনির্বচনীয় সুগন্ধ মুচড়ে উঠছে
সে এসেছিল। সে এসেছিল। সে এসেছিল।

স্বীকৃতি

আমাকে একটি দেবদারু পাতা দেবে?
ঝরো ঝরো এক মুগ্ধ ব্যাকুল পাতা?

আমাকে একটি দুপুরের টুকরো কি
দেওয়া সম্ভব ভাঙা নুপূরের মতো?

একটি গোধূলিগলিত ঝর্ণাবিকেল
অথবা দুইয়ের তেইশে ফেব্রুয়ারী

অথবা যেকোনো একটি তেমনি সকাল
পদ্মের মতো ফুটে ওঠা হৃদি জলে

পুণ্যগন্ধে পূর্ণ হৃদয়? পাবো?
নিদেন একটি নিভৃত মৃত্যু দাও।